যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

আমাদের ঝি।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

সন ১৩০৭ সাল

মূল্য ।৹ আনা ।

Calcutta:
PRINTED BY H. L. MUKHERJEE,
JOGENDRA PRESS:
4, *College Square.*
PUBLISHED BY G. D. BANERJEE,
201, *Cornwallis Street.*

আমাদের ঝি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! উপন্যাস নহে—সত্য ঘটনা। আশ্বিন মাস, সপ্তমী পূজার দিন আমি আমার শ্বশুর-বাড়ী চলিয়াছি। ডায়মণ্ড-হারবারের সন্নিকট কোন গণ্ডগ্রামে আমার শ্বশুর-বাড়ী। অনেক কষ্টে শিয়ালদহ-ষ্টেসন হইতে টিকিট কিনিয়া, আমি ডায়মণ্ড-হারবারের গাড়ীতে উঠিলাম। তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এ বৎসর ঐ অঞ্চলে বড়ই দুর্ভিক্ষ—গাড়ীতে অনেক লোকের মুখেই কেবল সেই দুর্ভিক্ষের কথাই শুনিতে লাগিলাম।

এক ব্যক্তি বলিতেছেন,—"এ বৎসর গরীব চাষা-লোকেই মারা যা'বে।"

অন্য ব্যক্তি তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"গরীব চাষা,লোকে বরং মজুরী করে খেতে পার্‌বে, কিন্তু এই মধ্যবিৎ ভদ্রলোকেরই প্রাণ-বাঁচান ভার।"

এই সময় তৃতীয় ব্যক্তি সে কথার উত্তরে বলিলেন,—"বড় মানুষেরও রক্ষা নাই, চোরডাকাতের ভয়ে তাদেরও প্রাণ নিয়ে টানাটানি। যার বাক্সে টাকা আছে, কি গোলায় ধান আছে, তারই প্রাণের ভয় বেশী।"

আমি বুঝিলাম, এই দুর্ভিক্ষে, ধনবান, মধ্যবিৎ ও দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকেরই ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে। এই সকল কথা শুনিয়া শ্বশুর-বাড়ী যাইবার যে আনন্দ, তাহা কোথায় চলিয়া গেল; আমি বিষণ্নমনে একপার্শ্বে বসিয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। এ সময় আমার অন্যচিন্তা আর কি হইতে পারে? আমি কেবল দেশের অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলাম, আর মনে মনে বলিতেছিলাম,—"আমার 'সুজলাং সুফলাং' মা না রত্নপ্রসবিনী?—তবে বর্ষে বর্ষে এত দুর্ভিক্ষ কেন মা?"

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে, আমি ডায়মণ্ড-হারবারে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়াছে এই ষ্টেসন হইতে আমার শ্বশুরবাড়ী প্রায় এক ক্রোশ। আমি সেই এক ক্রোশ পথ পদব্রজেই চলিলাম। এ সময় যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ, আমি আমার শ্বশুর-বাড়ীর সন্নিকটে গিয়াই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইলাম। আমি এ বাড়ীতে অনেকবার পূজা দেখিয়াছি; কিন্তু এ বৎসরের মত এত কাঙ্গালীর জনতা আমি কোন বৎসর দেখি নাই। শ্বশুর-বাড়ীর চারিদিকের মাঠ, বাগান, রাস্তা, ঘাট সমস্তই কাঙ্গালীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের সেই জীর্ণশীর্ণ দেহ—দুর্ভিক্ষের জলন্ত ছবি—সে ছবি দেখিলে এমন পাষণ্ড নাই, যে অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারে। বিশেষতঃ সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক-বালিকা-

গণের কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ দেখিলে, প্রাণ ফাটিয়া যায়! আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম!

অনেক কষ্টে সদর-বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখনও ব্রাহ্মণভোজন চলিতেছে, কিন্তু ভোজন শেষ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। তখন একদিকে নানাবিধ মিষ্টান্নের ছড়াছড়ি, আর অন্যদিকে পেটের জ্বালায় গড়াগড়ি! এরূপ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। ব্রাহ্মণগণ ভোজনে পরিতুষ্ট হইয়াছেন,'আর না—আর না'—রবে চারিদিক কম্পিত করিতেছেন, তথাপি আরও মিষ্টান্ন তাঁহাদিগকে ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে! আর সেই তিনচারিদিনের অভুক্ত কাঙ্গালিগণ দূরে দাঁড়াইয়া লোলুপনয়নে এই দৃশ্য দেখিতেছে! তাহাদের তাৎকালীক মনের অবস্থা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। এ সংসারে এইরূপই প্রায় ঘটিয়া থাকে। লীলাময়ের লীলা কে বুঝিবে!

ব্রাহ্মণভোজন শেষ হইলেই, একটা ভয়ানক হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। প্রবল স্রোতস্বিনীর বাঁধ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেলে, স্রোতের বেগ যেরূপ ভীষণ হয়,সেই অসংখ্য কাঙ্গালীর স্রোত সেইরূপ ভীষণবেগে ব্রাহ্মণগণের উৎসৃষ্ট পাতের উপর আসিয়া পড়িল। তখন সেই অস্পৃশ্য নীচ-জাতীয়গণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতিগণকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিল। ব্রাহ্মণগণ যে যাহার জাতি রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইলেন, আর সেই ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির কাঙ্গালিগণ, ব্রাহ্মণের ভোজনাবশিষ্ট দ্বারা যে যাহার জীবন রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পুত্র মাতার গ্রাস কাড়িয়া খাইল, আর মাতা পুত্রকে লুকাইয়া বা কাঁদাইয়া আপনার উদর পূরণ করিতে লাগিল। একটা কাড়াকাড়ির গণ্ডগোলও উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে

মারামারিও চলিতে লাগিল। আমার শ্বশুর মহাশয় এই সকল কাণ্ড দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কাঙ্গালীভোজনের হুকুম করিয়া দিলেন। একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল উঠিল; সেটা কিন্তু আনন্দের ধ্বনি! আমি দেখিলাম, প্রায় পাঁচ ছয় হাজার কাঙ্গালী ঠেসাঠেসি করিয়া সেই স্থানে বসিল। কেহ ব্রাহ্মণের উৎসৃষ্ট পাতায় বসিল, কেহ বা একখানি নূতন পাতা পাইল। আমি আরও দেখিলাম, সেই পাতা পাইয়াই অনেক শীর্ণ দেহের বিবর্ণ মুখে এখন হাসি আর ধরে না! সে হাসি দেখিয়া কিন্তু আমার চক্ষে জল আসিল! আমি আর থাকিতে পারিলাম না। "জয় মা অন্নপূর্ণে"—বলিয়া কোমর বাঁধিয়া, পরিবেশনকারীর দলে মিশিয়া গেলাম। আমার আনন্দের সীমা নাই! আমি মাথায় করিয়া ভাত বহিতেছি—মাথায় করিয়া ডাউল বহিতেছি, আর পূজাবাড়ীকে একবারে শ্রীক্ষেত্র করিয়া ফেলিয়াছি। আমার সঙ্গে প্রায় একশত লোক এইরূপ বহিতেছেন, তথাপি আমাদের বিরাম নাই। রাত্রি আট ঘটিকার সময় আমাদের কার্য্য শেষ হইল; আমরা মহানন্দে দল বাঁধিয়া হরিবোল ধ্বনিতে চারিদিক কম্পিত করিতে করিতে স্নান করিতে চলিলাম। আমি সেরূপ আনন্দের সহিত জীবনে কখনও হরির নাম উচ্চারণ করি নাই!

স্নানের পর শ্বশুর বাড়ীর খিড়কী দরজা দিয়া আমি অন্দরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই আমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেও আজ গাছকোমর বাঁধিয়া অন্নপূর্ণামূর্ত্তিতে অন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি তাহার নিকট একখানি কাপড় চাহিলাম। সে অন্য একজনকে কাপড় আনিতে বলিল। দশ মিনিট পরে দেখি, আমার সম্মুখে কাপড় হস্তে এক অপরিচিতা

সুন্দরী যুবতী দণ্ডায়মান! তাহার সেই সলজ্জভাব দেখিয়া আমিও লজ্জিত হইলাম। যুবতী কাপড় দিয়া চলিয়া গেল।

আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ইনি কে?"

আমার স্ত্রী একটুকু হাসিয়া উত্তর করিল—"আমাদের ঝি।"
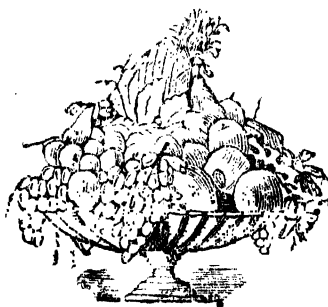
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমাদের ঝি! আমি ত অবাক্! এ বাড়ীর ঝিত সেই পেমার মা, অন্তহীনা—দন্তহীনা—কৃষ্ণবর্ণা—লোলচর্ম্মা। তখন সেই পেমার মার ফটোগ্রাফখানি কোথা হইতে আমার সম্মুখে আসিল। এই সময় আমার স্ত্রী বলিল,—"তুমি ঘরের মধ্যে যাও, আমি শিগগীর করে পরিবেশন শেষ করে যাচ্ছি।"

আমি ঘরের মধ্যে গিয়া গৃহিণীর প্রত্যাশায় বসিয়া আছি, এমন সময় আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিয়া বলিলেন,—"তুমি কখন এলে বাবা? এতক্ষণ কি একবার বাড়ীর ভেতর আস্‌তে নেই?"

আমি বলিলাম,—"আমি যে এতক্ষণ পরিবেশন কর্‌ছিলাম মা।"

শাশুড়ী।—আমি তা দেখেছি। তা বাবা, তুমি কাঙ্গালী পরিবেশন কর্‌তে আবার গেলে কেন?

আমি।—আমি পরিবেশন কর্‌তে বড় ভালবাসি মা।

শাশুড়ী।—তা বাবা, ব্রাহ্মণভোজনের সময় পরিবেশন কর্‌লেই হতো। রাশি রাশি ভাত মাথায় করে, যত সব ইতর ছোট লোকের পরিবেশন করা কি বাছা তোমার ভাল হয়েছে? তাই

দেখে, পাড়ার মেয়েরা তোমায় কত নিন্দে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। তারা বলে, জামাই হয়ে একি কাণ্ড! তা বাবা, তোমার নিন্দে কি আমার প্রাণে সয়?

আমি।—মা, এরূপ দুঃখী গরীবদের শুধু ভাত আর ডাল পেলে যেরূপ আনন্দ, আমাদের ব্রাহ্মণঠাকুরদের পোলাও কালিয়ে পেলেও তত আনন্দ হয় না। এরা মা, যথার্থ কাঙ্গালী। আমাদের কল্‌কেতায় এমন কাঙ্গালী কখন আমরা দেখ্‌তে পাই না; তাই মা, এই কাঙ্গালী-পরিবেশন করতে আমার বড় আহ্লাদ হয়। এ ত আর নিন্দের কাজ নয়, মা।

এই সময় আমার স্ত্রীর বড় ভগিনী এক জলযোগের বিরাট আয়োজন হস্তে উপস্থিত হইলেন। আমার শ্বাশুড়ী তখন বলিলেন,—"একটু জল খাও বাবা। আহা! বাছা আমার দুপুরবেলায় এসেছে গা, আর এতখানি রাত হয়ে গেল, এখনও একটু জলখেতেও কেউ দিলে না!"

তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রীর বড়ভগিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তোমার জামাইকে আম্‌রা চিন্‌তে পার্‌বো কি করে? মালকোঁচা মেরে, ভাতের ধামা মাথায় করে ঘুরে বেড়ালেত আর বাড়ীর জামাই হয় না, যে, আমরা তাড়াতাড়ি ডেকে এনে জলখাইয়ে দেবো!"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"তখন আমায় দেখে তোমার কি মনে হয়েছিল দিদি।"

দিদি এবার ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন;—"তোমায় দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, এ লোকটি বুঝি কোন মহলের প্রজা হবে—জমিদারের পূজো-বাড়িতে পরিবেশন

কর্‌তে এসেছে; না হয় বড় জোর কোন মহলের গোমস্তা বা নায়েব হবে—মনিব বাড়ী”—

দিদি আর বলিতে পারিলেন না; কারণ, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সেই বৈদ্যুতিক ঈষৎ হাসিটুকু এখন উচ্চ হাসিতে পরিণত হইয়াগেল। দিদি ত হাসিয়া আমার সেই জলখাবারের উপরেই ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন; আর আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী রাগে একবারে গর্‌গর্‌ করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি ছিলেন বলিয়া, আমিও আর দিদির কথার কোন জবাব দিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—“দেখলে বাবা—দেখলে! পাড়ার মেয়েরা ত বল্‌বেই। আমার ঘরের ঢেঁকি কুমীরের কথা শুন্‌লে? দ্যাখ্‌ প্রমদা, তোরা ঠাট্টা কর্‌তে হয়, অন্য সময় করিস্‌। এখন বাছা আমার—একটু জলও খায়-নি, আর এই সময় তোর ঠাট্টা! আহা! কোন্‌ সকালে দুটি ভাত খেয়ে এসেছে! হাঁ বাবা, বাড়ী থেকে খেয়েদেয়ে বেরিয়েছিলে ত?”

আমি বলিলাম,—“হঁা, মা আমি খেয়ে-দেয়ে দশটার ট্রেণে আস্‌ছি।”

“তা হলে ত সেই ন’টার সময় ভাত খেয়েছ, বাবা—সেই ন’টার সময় ভাত খেয়েছ, বাবা’—বলিতে বলিতে, আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর চক্ষু হইতে দুইবিন্দু অশ্রু টস্‌ টস্‌ করিয়া পড়িল! সে বিন্দুদুটি কি অশ্রু—না অশ্রুরূপী স্নেহ?

আমার স্ত্রীর বড় ভগিনীর নাম প্রমদা। প্রমদা বলিল,—“তোমার জামাই ত কচি খোকা নয়, মা। যখন ঘরেরলোক সেজে, পরিবেশন কর্‌তে পারে, তখন আর চেয়ে খেতে পারে না?”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রমদার অধর-প্রান্তে এবার কিন্তু হাসির কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। আমার শ্বাশুড়ী প্রমদার কথার কোন উত্তর না করিয়া আমায় বলিলেন,—"এস বাবা—এস, একটু জল খাও।"

আমি বলিলাম,—"মা তিন-চার দিন যারা অন্নের মুখ দেখেনি, এমন ৪।৫ হাজার লোককে যখন নিজের হাতে খাইয়ে এসেছি, তখন আর কি আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে মা ?"

মা তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"আমি ত সেইজন্যই বল্‌ছিলাম বাবা, পরিবেশন কর্‌লে কি আর কেউ খেতে পারে ? আর অত পরিশ্রম তোমার সহ্য হ'বে কেন ?"

প্রমদা এবার কিন্তু হাসিতে হাসিতে বলিল,—"ওমা, তোমার জামাইয়ের, পরিবেশন করেই পেট ভরে গেছে ! তাতে কি আর পরিশ্রম হয়—পরিশ্রম হ'লে আর পেট ভরে যাবে কেন ? তাতে বরং বেশী খিদেই হবে।"

আমি দেখিলাম, আমার শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী আমায় না খাওয়াইয়া কখনই সুস্থির হইবেন না। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও, আমি জলযোগে বসিলাম। আমার ক্ষুধা থাকুক না থাকুক, পিপাসা যথেষ্ট ছিল ; সুতরাং জলযোগটা বিলক্ষণই হইল। একটু মিষ্টান্ন উদরস্থের পরেই এক গেলাস জল নিঃশেষ করিয়া, আরও জল চাহিলাম। কে একজন ধীরে ধীরে এক গেলাস জল আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিল। আমি তখন ঘাড় হেঁট করিয়া জলযোগ করিতেছিলাম ; সুতরাং সেই অবস্থাতেই বলিলাম,—"আপ্‌নি এই গেলাসে জল ঢেলে দিন্।"

প্রমদা তৎক্ষণাৎ উচ্চ হাস্য করিল ! আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীও ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ও যে আমাদের ঝি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

আবার আমাদের ঝি! যে ঝি আমায় কাপড় দিয়াছিল, এ কি তবে সেই ঝি? আমি এবার বড়ই অপ্রস্তুত হইলাম। তৎক্ষণাৎ জলযোগ শেষ করিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম আমি উঠিয়াই দেখি—সম্মুখে আমার সুরবালা।

সুরবালা আমার স্ত্রীর নাম। সুরবালাকে দেখিয়া আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আর প্রমদা সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। আমি সুরবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ নূতন ঝিটি তোমরা কোথায় পেলে?"

সুরবালা আরম্ভ করিল,—"আহা! ও বড় গরীব, দু'দিন না-খেতে পেয়ে,আমাদের বাড়ী এসে উপস্থিত হয়। যখন আসে, তখন পরণের কাপড় পর্য্যন্ত ছিল না। চোখদুটী ছল্‌ছল্‌ কর্‌তে কর্‌তে আমার সম্মুখে দাঁড়াল, তা দেখে আমার বড় দয়া হ'লো। আমাদের দু'তিন্‌টে ঝি রয়েছে, মা তাই কিছু-তেই ওকে রাখ্‌তে রাজী হলেন্ না—আমি বল্লাম আমার সঙ্গে ওকে আমি কল্‌কাতায় নিয়ে যাব। তাই এখন আছে, আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী যাবে। আহা! কল্‌কাতায় যাবে শুনে, ওর যে কত আহ্লাদ!"

আমি বলিলাম,—"আমাদেরত সেখানে ঝি আছে।"

সুরবালা।—তা থাক্; আমার খুকীর বড় অবস্থা হয়, ও আমার খুকীকে মানুষ কর্‌বে।

আমি।—কত মাইনে দিতে হবে?

সুরবালা।—মাইনে এক পয়সাও দিতে হবে না, কেবল খোরপোষ দিলেই হ'বে। সেখানে পাতের ভাত যা ফেলা যায়, তাই পেলেই ও বর্ত্তে যাবে।

আমি।—কেবল খুকী মানুষ কর্‌বে,আর অন্য কাজকর্ম্ম কিছু কর্‌তে পার্‌বে না?

সুরবালা।—কাজকর্ম্ম যা দেবে,ও তাই কর্‌বে। এমন পরিশ্রমী মেয়ে, আমি কখন দেখিনি। তবে বয়েসটা একটু খারাপ কি না, বাড়ীর বাহিরে কোথাও যেতে পারবে না। এখন, তোমার মত হলেই ওকে নিয়ে যাই।

আমি।—তোমার যখন মত হয়েছে, তখন আমার কি আর অমত হতে পারে?

সুরবালার আনন্দের আর সীমা নাই! সুরবালা আনন্দে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ সে গৃহ হইতে দৌড়িয়া গেল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথায় যাও সুরবালা?"

সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তোমার যে মত হয়েছে —আমি একথা ঝিকে বলে আসি। শুন্‌লে তার কত আহ্লাদ হবে।"

অল্পক্ষণ পরেই সুরবালা সেইরূপ হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সুরবালা, ঐ ঝিটির কি কেউ নেই?"

সুরবালা উত্তর করিল,—"কেবল দু'টী নাবালক ভাই আছে, আর এক পিসী আছে। সেই পিসী ছোট ভাই দুটীকে মানুষ করে; সে ওকে খাওয়াবে কোথা থেকে? আরও দ্যাখ, চার বৎসর বয়সের সময় ওর বিয়ে হয়েছিল, আর পাঁচ বৎসর বয়সে ও নাকি বিধবা হয়েছে!"

শেষের কয়েকটা কথা বলিতে বলিতেই, দুই বিন্দু অশ্রু সুরবালার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ সুরবালা সে অশ্রু আমায় গোপন করিয়া ফেলিল। সুরবালা কি যথার্থই সুরবালা! আমি তখন অন্য কথা পাড়িলাম,—"এ অঞ্চলে যেরূপ দুর্ভিক্ষ হয়েছে দেখ্‌ছি, তাতে অনেক গরীব লোকে না খেতে পেয়েই মারা যাবে।"

আমার মনের ভিতর এই কথাটাই তোলাপাড়া হইতেছিল বলিয়া, হঠাৎ আমার মুখ হইতে ঐ কথাই বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আমি দেখিলাম, এ সময় এ কথার উল্লেখ করা আমার ভাল হয় নাই। সুরবালা ছল্‌ছল্‌ নেত্রে আরম্ভ করিল,—"রোজ কত ভিখারী যে বাড়ীতে আসে, তা আর তোমায় কি বল্‌বো? একটি পয়সা পেলে, কত আশীর্ব্বাদ যে করে, তা আর তোমায় কি জানাবো? হাতে পয়সা-কড়ি না থাক্‌লে, তাদের দেখে মনে বড় কষ্ট হয়।"

আমি বলিলাম,—"তোমার হাতে ত টাকা আছে। তুমি মনে কর্‌লে ত তাদের কিছু কিছু দিতে পার।"

সুরবালা একটু চুপ করিয়া থাকিল। তাহার পর ঘাড়টি হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"সে টাকা কি আর আছে?"

আমি বলিলাম,—"সে টাকা তুমি কিসে খরচ কর্‌লে, সুরবালা ?"

সুরবালা আর আমার কথার উত্তর দেয় না। আমি পুনরায় বলিলাম,—"তোমার টাকা তুমি খরচ ক'রেছ ; তা আমায় বল্‌তে আর ভয় কি ?"

সুরবালা তখন ভয়ে ভয়ে বলিল,—"তুমি কিছু বল্‌বে না বটে, কিন্তু মা শুন্‌লে আমায় বড় বক্‌বেন। তোমায় বলবো না কেন ? আমি সে টাকা সব গরীব-দুঃখীদের দিয়েছি।"

সুরবালা আমায় স্বর্গ আনিয়া হাতে দিলেও, আমার এত আহ্লাদ হইত না! কিন্তু আমি তখন সে ভাব প্রকাশ না করিয়া, এবার সম্পূর্ণ অন্য কথা পাড়িলাম,—"আচ্ছা সুরবালা, আজ তোমাদের বাড়ী পূজো, আর আজ তুমি এমন ছেঁড়া-কাপড়খানি পরে রয়েছ কেন ?"

সুরবালা যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,—"ছেঁড়া কাপড় পর্‌লে কি জাত যায়, না মহাভারত অশুদ্ধ হয় ?"

আমি তখন হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"আমি সে ভাবে বল্‌ছি না। তবে বল্‌ছিলুম কি—আজ আমি এসেছি, আজ একখানা ভাল কাপড় পরতে নেই কি ?"

সুরবালাও তখন হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তুমি কোন দু'খানা কাপড় নিয়ে এলে!"

আমি।—কেন তোমার কি কাপড় নেই ?

সুরবালা।—থাকৃলে আর পরবো না কেন ?

আমি।—কেন? এখানে আসবার সময় তুমি ১০।১২ খানা কাপড় নিয়ে এসেছিলে, সে সকল কাপড় কি হ'লো ?

সুরবালা।—যদি তুমি খানকতক কাপড় আন্‌তে, তবে সে কাপড় কি হলো তোমায় দেখাতুম্। তুমি বড় দুষ্ট, তুমি এক কাপড়ে কি করে এলে?

আমি।—আমি বুঝেছি, তুমি সে সকল কাপড়ও বিলিয়ে দিয়েছ। আচ্ছা, কাল সকালে আমি তোমায় দু'জোড়া কাপড় এনে দেবো।

সুরবালা আহ্লাদে গদগদ হইয়া হাসিতে হাসিতে ঘাড়টি বাঁকাইয়া বলিল,—"আর এই ছেঁড়া কাপড়খানি দুঃখীলোকে পেলে, কত আনন্দ করে, আমিও তোমায় কাল সকালেই দেখাবো।"

বা সুরবালা—বেস! আমি তখন অবাক হইয়া তাহার সেই মনোহর মুখভঙ্গিমা দেখিতে লাগিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, কেহ স্বর্গ হাতে দিলেও আমার তখন এত আনন্দ হইত না। এইরূপে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী কাটিয়া গেল। বিজয়ার পর দিবস প্রাতে আমি সস্ত্রীক বাড়ী আসিলাম। আমাদের সঙ্গে সেই ঝিও আসিয়াছিল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র আমার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী সেই ঝিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ মেয়েটি কে?"

আমার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"আমাদের ঝি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! মাতাঠাকুরাণী তখন আশ্চর্য্য হইয়া ঝির আপাদমস্তক দেখিতে লাগিলেন। ঝির আপাদমস্তক দেখিয়া, তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া বরং বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলেন। আমার স্ত্রী তাহা বুঝিতে পারিয়া, মাতাঠাকুরাণীর চরণে প্রণত হইয়া আরম্ভ করিল,—"মা, তুমি একে রাখ্‌বে? এ বড় গরীব।"

আমার স্ত্রী যেরূপ মিনতি করিয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট তাহার প্রার্থনা জানাইল, তাহাতে তিনি তখন আর বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন,—"গরীব হলেই কি বাছা, তাকে ঝি রাখ্‌তে হবে—না গরীব হলেই ভাল ঝি হয়?"

সুরবালা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"না মা, কাজকর্ম্ম সব জানে, খুব পরিশ্রমী।"

মাতাঠাকুরাণী তাহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন, —"বয়েসটা বড় খারাপ, অমন ঝি ঘরে রাখ্‌তে নেই।"

সুরবালা তখন পুনরায় বলিল,—"স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল মা।"

আমি দেখিলাম, সুরবালার এ কথাতেও মাতাঠাকুরাণীর মন উঠিল না। সুরবালার প্রাণের ভিতর যাহা হইতেছিল, আমি তাহা বুঝিলাম। সুতরাং আমি তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; তৎক্ষণাৎ জননীকে বলিলাম,—"মা, এ ঝিকে মাইনে দিতে হবে

না, কেবল খেতে পর্‌তে দিলেই হবে, তাই এনেছি। তা নইলে তোমার মত না নিয়ে আমরা কি ঝি আন্‌তে পারি ?”

আমার এই কথাতেই মাতাঠাকুরাণী একবারে জল হইয়া গেলেন। তিনি এইবার প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—“তা বাবা,তোমরা যখন এনেছ, তখন আমি কি ওকে তাড়িয়ে দিতে পারি ?”

তাহার পর তিনি ঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি কি লোকের মেয়ে, বাছা ?”

ঝি উত্তর করিল,—“আমি গয়লার মেয়ে।”

তখন তিনি ঝিকে রাখার সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি করিলেন না। সুরবালার একটা ভয়ানক দুর্ভাবনা দূর হইল। এখন সুরবালার আনন্দের আর সীমা নাই। বলি হাঁ সুরাবলা, এ ঝি তোমার কে ?

এক মাসের মধ্যেই এই ঝি, আমার মাতাঠাকুরাণীরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হইল। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম কারণ—এ ঝিকে মাহিনা দিতে হয় না। দ্বিতীয় কারণ—ঝির খাওয়ায় কোন গোল নাই; পাতের ভাত দাও, পান্‌তা ভাত দাও, কিছুতেই দ্বিরুক্তি করে না, শুধু ভাতে একটু লবণ পাইলেই সন্তুষ্ট। তৃতীয় কারণ—কলিকাতার ঝিদিগের ন্যায় বৎসরে ছয়খানা কাপড়, আর চারি খানা গামছা, মাসে অর্দ্ধ সের নারিকেল তৈল,পল্লীগ্রামের বিধবা হইলে—পক্ষান্তে প্রতি একাদশীতে দুই আনা পয়সা প্রভৃতির কোনরূপ বন্দোবস্ত করতে জানিত না। চতুর্থ কারণ—এ ঝির হাতটান নাই,পাড়া-বেড়ান নাই,কর্কশ গলা নাই, হাজার ভর্ৎসিত হইলেও কোনরূপ প্রত্যুত্তর ছিল না। পঞ্চম কারণ—এ ঝি আমার মাতাঠাকুরাণীর বড় সেবা করিত,

তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দিত, গায়ের থামাছি মারিয়া দিত, আর সময়ে সময়ে গা হাত-পা টিপিয়াও দিত। ষষ্ঠ কারণ—এ ঝি বড় পরিশ্রমী, সমস্ত বাসন-মাজা, ঘর ধোওয়া, কুটনো কোটা, বাটনা বাটা প্রভৃতি বাড়ীর ভিতরের প্রায় সমস্ত কাজকর্ম্ম একাই করিত; আর যখন অবসর পাইত, তখন আমার শিশু কন্যাটিকে কোলে করিত। ধোবা আসিতে বিলম্ব হইলে, ময়লা কাপড় সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া দিত। এই সকল গুণে সে ঝি আমার মাতাঠাকুরাণীর বড়ই প্রিয় হইয়াছিল। ঝির প্রতি তাঁহার এরূপ স্নেহ আমি জীবনে কখন দেখি নাই!

আরও অনেক কারণ বলিবার ছিল, কিন্তু আমার কলিকাতার পাঠকপাঠিকাগণ হয়ত এতক্ষণ আমার উপর ভ্রূকুটি করিয়া মনে মনে বলিতেছেন যে, একজন বিনা বেতনের ঝিকে আর এতদূর করিতে হয় না। কিন্তু সে যে এতদূর করিত, তাহারও কারণ ছিল। সে দুই বেলায় দুইমুঠা ভাতের জন্য অনেক কষ্ট পাইয়াছে, আর কলিকাতায় আসিয়া অন্যান্য ঝির দলে এখনও মিলিত হয় নাই—এমন কি তাহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতেও সুযোগ পায় নাই। সেই বাড়ীর অন্যান্য পরিবারের ন্যায় সে অন্দরমহলেই থাকিত; সুতরাং কলিকাতার ঝি যে কি ধাতুতে নির্ম্মিত, তাহা সে জানিত না।

মাতাঠাকুরাণী আমার সুরবালাকে ডাকিয়া একদিন বলিলেন —"বউ মা, তোমার বাপের বাড়ীর দেশে যে এমন ঝি পাওয়া যায়, তা এতদিন বল নাই কেন বাছা?"

সুরবালা তখন হাসিতে হাসিতে বলিল,—"সব সময় কি পাওয়া যায় মা? ভাল পেয়েছি, তাই এনেছি।"

মাতাঠাকুরাণী।—এমন লক্ষ্মী ঝি কিন্তু, আমি কখন দেখি-নি।

সুরবালা আহ্লাদে যেন আটখানা হইয়া গেল। আমি দেখিলাম, মাতাঠাকুরাণীর এই কথা শুনিয়া আর এক জন মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিল। সে অন্য কেহ নহে—সে আমাদের ঝি!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! হাঁ, আমাদের ঝি তখন এক বৈদ্যুতিক হাসি হাসিল। সে লোক ভাল বটে, কিন্তু তাহার ঐ হাসিটুকু আমার ভাল লাগিল না। তাহার কিছুদিন পরে আমি দেখিলাম—পূর্ব্বে ঝির মুখে কখনও একটি কথা শুনিতাম না, এখন তাহার মুখ ফুটিয়াছে,তাহার গলার শব্দ ও হাসির ধ্বনি মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শুনিতে পাইয়া থাকি সে পূর্ব্বে বড় ধীর ছিল, অবনতমস্তকে স্থিরভাবে সকল কার্য্যই করিত; এখন সে বড়ই চঞ্চল, সদাই ঊর্দ্ধদৃষ্টি, সদাই অস্থির। পূর্ব্বে সে অবসর পাইলে, আমার শিশুকন্যাটিকে কোলে লইয়া গৃহের মধ্যেই থাকিত; এখন সে অবসর পাইলে শিশুকন্যাটিকে কোলে করে বটে, কিন্তু এখন আর সে ঘরের ভিতর থাকিতে পারে না—হয় ছাদে, না হয় রাস্তার উপরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যদি নিবারণ করি, তবে তৎক্ষণাৎ উত্তর করে—"ঘরের ভেতর থাক্‌লে, খুকী যে কাঁদে।"

আমি দেখিতাম, তাহাকে ছাদ হইতে নামাইয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ খুকীর চীৎকারে বাড়ী কম্পিত হয়। খুকী নিজে কাঁদিত, কি তাহাকে কেহ কাঁদাইত, আমার সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। মাতাঠাকুরাণী প্রতিদিন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানে যাইতেন।

সেও এখন মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান আরম্ভ করিয়াছে। আমি একদিন দেখিলাম, গঙ্গাস্নান হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময়, সে সাংসারিক আবশ্যকীয় জিনিসপত্রও কিনিয়া আনিয়াছে। আমি মাতাঠাকুরাণীকে বলিলাম,—"মা, ও ঝিকে দোকানে পাঠিয়ে জিনিসপত্র কেনাও কেন?"

মাতা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—"ও জিনিস-পত্র কেনে ভাল; অন্যে যে জিনিস চার্ পয়সায় আনে, সে জিনিস ও দু পয়সায় আন্‌তে পারে। এই দেখ না বাবা, ঘি ফুরিয়ে গেছে বলে, দু'পয়সার ঘি এই সুমুখের দোকান থেকে কিন্‌তে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলুম, তা কতখানি দিয়েছে, দেখ বাবা। আমাদের বুড়ো ঝি চার্ পয়সায় এত ঘি আন্‌তে পারে না।"

এই কথা বলিয়া, জননী আমায় ঘৃতের পাত্র দেখাইলেন,—সেই ঘৃত দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, আমাদের ঝিকে দেখিয়া মুদী ব্যাটার মাথারই ঠিক ছিল না, সুতরাং সে ওজন ঠিক্ রাখিবে কিরূপে? সেই কারণ, দুই পয়সার ঘৃত দিতে চারি পয়সার ঘৃত দিয়া ফেলিয়াছে! আমি মাতাঠাকুরাণীকে বলিলাম,—"মা, জিনিস-পত্র ভাল কেনে বলে, ওকে আর দোকানে পাঠিও না। তোমার বউকে পাঠালে যদি আট পয়সার ঘি দু'পয়সায় দেয়, তবে কি তুমি তোমার বউকে দোকানে পাঠাবে?"

আমার মনের ভাব তিনি বুঝিলেন কি না, জানি না, কিন্তু মাতাঠাকুরাণী আমার এই কথায় যেন একটু বিরক্ত হইলেন। অতঃপর আমার সাক্ষাতে তিনি আর তাহাকে কোথাও পাঠাইতেন না বটে, কিন্তু আমার অসাক্ষাতে তাহাকে যে দোকানে পাঠাইতেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দোকানে কোন জিনিস কিনিতেই হউক, কি মাতাঠাকুরাণীর সহিত গঙ্গাস্নানে যাইতেই হউক, একবার বাড়ীর বাহির হইলেই, ঝি একটা বিভ্রাট ঘটাইত। দোকানে যাইলে দোকানীর মুণ্ডু ঘুরিয়া যাইত, ঝি-মহল তাহার রূপের হিংসায় তুষানলে জ্বলিত, রাস্তার লোক হাঁ করিয়া ঝির রূপ দেখিতে দেখিতে হয়ত গাড়ী-চাপা পড়িত! ঝি-মহলেত একটা রীতিমত হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল; আর পাড়ার ভদ্র, অভদ্র, ধনী, দরিদ্র, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেই একবাক্যে আমাদের ঝির রূপের সুখ্যাতি করিত!

আর একদিনের ঘটনার কথা বলি, শুন। কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতার প্রায় পাঁচ-শত স্ত্রীলোক আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়। তাহাদের অধিকাংশই সম্ভ্রান্তগৃহের রূপবতী ও যুবতী স্ত্রীলোক। একে রূপবতী, তাহাতে আবার নানা বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদিতে ভূষিতা; সুতরাং তাহাদের রূপের মাত্রা এককালীন ষোল কলায় পূর্ণ হইয়াছিল। এ হেন রূপবতীরাও একবাক্যে আমাদের ঝির রূপের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

আমার বোধ হয়, সুন্দরী পাঠিকারা একজন ঝির এতাদৃশ রূপের প্রশংসায় আমারই উপর বিরক্ত হইতেছেন। তাঁহাদের রূপের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, সে একজন ঝি বলিয়াই, তাহার এতদূর রূপের প্রশংসা উঠিয়াছিল, নচেৎ একজন সম্ভ্রান্ত গৃহের স্ত্রীলোক হইলে কখনই কেহ তাহার রূপের এতদূর সুখ্যাতি করিত না। সে যাহা হউক, এখন তাহার এতদূর সে রূপের সুখ্যাতির কি ফল ফলিল, বলি শুন। সে যখন তাহার রূপের মূল্য বুঝিল, তখন

হইতেই সেই রূপকে মাজিয়া ঘসিয়া সে তাহার অধিকতর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে আর ময়লা কাপড় পরিত না, ধোপা আসিতে বিলম্ব হইলে, সাবান দিয়া কাপড় পরিষ্কার করিয়া লইত। আর আমি একদিন হঠাৎ দেখিলাম যে,কাপড় পরিষ্কার করিতে করিতে সে সাবান গোপনে তাহার অঙ্গেতেও গিয়া উঠিল। এখন দুই ঘণ্টা না হইলে আর তাহার স্নান কিম্বা কাপড়-কাচা হইত না। কেবল তাহাই নহে, আহারাদির বিষয়েও এখন তাহার লোভ জন্মিয়াছিল, পাতের ভাত কিম্বা পান্‌তা ভাত খাইতে হইলে, তাহার মুখখানা গম্ভীর ভাব ধারণ করিত। তবে এখনও এক গুণে, সে আমার মাতা ঠাকুরাণী ও স্ত্রীকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল; হাজার ভৎর্সনা কর, সে কলিকাতার ঝিদিগের ন্যায় কোনরূপ দ্বিরুক্তি করিত না।

ঝির আর এক গুণের কথা বলি, শুন। একদিন আমার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া,আমি সকাল সকাল আফিস হইতে বাড়ী আসিয়াছিলাম, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই শুনিলাম, কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ থিয়েটারের একটি গান অতি মধুর বামাকণ্ঠে সুরতান্‌লয়ের সহিত সুন্দররূপে গীত হইতেছে! সে গান শুনিয়া, আমি অনেকক্ষণ বিস্মিতভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে উপরে উঠিলাম। উপরে উঠিয়াই সুরবালার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি সুরবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে গান করে সুরবালা?"

সুরবালা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল,—"আমাদের ঝি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! আমি ত অবাক্ হইয়া সুরবালার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। গান তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল, কিন্তু তাহার সেই সুমধুর কণ্ঠ আমার প্রাণের ভিতর অনেকক্ষণ ছিল। আমি সুরবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ওকে গান গাইতে কে শেখাইল?"

সুরবালা।—শেখাবে আবার কে? সে দিন আমাদের সঙ্গে থিয়েটার শুন্তে গিয়ে, শিখে এসেছে। সে কথা যাক্, তুমি আজ এত সকাল সকাল বাড়ী এলে যে?

আমি।—কেন? সকাল সকাল বাড়ী এসে, তোমাদের আমোদে ব্যাঘাত কর্লুম নাকি?

সুরবালা।—তা এসেছ, বেস করেছ; এখন তুমি ও দিকে যেও না। ঘোষেদের আর এই বিপিন বাবুর বাড়ীর মেয়েরা আমাদের ঝির গান শুন্তে এসেছে।

আমি।—তবে ত পুরো মজ্‌লিস্ করে তোমাদের ঝির গান শোনা হচ্ছিল! বড় আমোদেই ব্যাঘাত করেছি ত?

সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"খুব আমোদ হচ্ছিল

বটে ; তা তুমি সকাল সকাল কেন এলে বল না ?"

আমি বলিলাম,—"আমার বড় মাথা ধরেছে ব'লে, আমি সকাল সকাল বাড়ী চলে এলুম।"

আমার মাথা ধরিয়াছে শুনিয়া,সুরবালার সেই প্রফুল্ল মুখখানি একবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। লজ্জাবতী লতাকে হঠাৎ স্পর্শ করিলে, সে যেমন তৎক্ষণাৎ আকুঞ্চিত হইয়া যায়, আমার মাথা ধরার কথা শুনিবামাত্র সুরবালার আহ্লাদ-প্রস্ফুটিত সেই মুখ-কমল বিষাদ ও লজ্জায় তৎক্ষণাৎ যেন সেইরূপ আকুঞ্চিত হইয়া গেল। সুরবালা তাড়াতাড়ি আমায় বলিল,—"তুমি তবে মায়ের ঘরে চল, আমি সে ঘরের বিছানা এখনি করে দিচ্ছি।"

আমি এরূপ শত সহস্র মাথাধরা অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারি,কিন্তু সুরবালার এরূপ বিষণ্ণ মুখ দেখিতে পারি না। সুতরাং সুরবালাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিলাম,—"আমার এমন মাথা ধরেনি যে আমায় শুয়ে থাক্‌তে হবে, আমি না হয়, বিপিন বাবুদের লাইব্রেরিতে ব'সে খপরের কাগজ পড়িগে।"

কিন্তু আমার এ প্রস্তাবে সুরবালা রাজী হইল না,এবং আমি তাহার সেই বিষণ্ণ মুখ প্রসন্ন করিতেও পারিলাম না। সুরবালা দৌড়িয়া গিয়া আমার ঘরের মজ্‌লিস্ ভাঙ্গিয়া দিল এবং আমি ঘরে গিয়া শয়ন করিতে বাধ্য হইলাম।

এই সকল ঘটনায় আমাদের ঝির রূপের ও গুণের অহঙ্কার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর ক্রমে সে যেন কেমন কেমন হইয়া গেল! আমার মাতাঠাকুরাণী সেকেলে স্ত্রীলোক, তিনি অত বুঝিতে পারিতেন না : কিন্তু আমার সুরবালা তাহার রকম সকম দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতে লাগিল। আমার

সুরবালা সে ঝিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত বলিয়া তাহার এরূপ পরিবর্ত্তনে প্রাণে বড় ব্যাথা পাইল। প্রাণে ব্যথা পাইবার আর একটি কারণও ছিল। সে ঘৃণার কথা আমি নিজের মুখে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, সুরবালার মুখেই তোমরা শুন। একদিন রাত্রে হঠাৎ সুরবালা আমায় বলিল,—"আমি ছাড়া তুমি এ পৃথিবীর আর কোন স্ত্রীলোককে ভালবাস না কি?"

প্রশ্ন শুনিয়া আমিত অবাক্ হইয়া প্রশ্নকারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম! সে মুখখানি এখন যেন রাহুগ্রস্থ পূর্ণশশী। সুরবালার মুখ হইতে এরূপ প্রশ্ন যে আমায় কখন শুনিতে হইবে, আমি সে কথা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। সুতরাং আমি সে প্রশ্নের আর উত্তর করিব কি? সুরবালা কি ভাবিয়া অল্পক্ষণ পরেই কিন্তু আমায় মিনতি করিয়া বলিল,—"আমি তোমার মন জানি, তুমি নিষ্কলঙ্ক, তোমার সেই নির্ম্মল মনে কখনই পাপস্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু আমি পাপী, তাই আমার মনে একটা সন্দেহ হয়েছে; তোমার মুখের একটি কথায় আমার মনের সে সন্দেহ এখনই দূর হয়ে যাবে বলেই, তোমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

আমি বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুরবালাকে বলিলাম,—"কি! আমার প্রতি তোমার সন্দেহ! আমি এমন কি কাজ করেছি যে, আমার প্রতি তোমার এ সন্দেহ হলো?"

সুরবালা যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—"তোমার প্রতি কি আমার সন্দেহ হতে পারে? তোমার প্রতি নয়, সে এক-জন স্ত্রীলোকের প্রতি আমার সন্দেহ হয়েছে। আমি ছাড়া এ

পৃথিবীর আর একজন স্ত্রীলোক তোমায় প্রাণের সহিত ভালবাসে!”

আমি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কে সে স্ত্রীলোক?”

সুরবালা আমার মুখের সম্মুখে গম্ভীরভাবে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—“সে স্ত্রীলোক—আমাদের ঝি।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! আমার মাথায় যেন তৎক্ষণাৎ এক ভীষণ বজ্রাঘাত পড়িল! আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। যখন পুনরায় দর্শনশক্তি ফিরিয়া পাইলাম, তখন প্রথমেই দেখিলাম, সুরবালার, চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু! দুইটী অতি ক্ষুদ্র বিন্দু বটে, কিন্তু তাহাতেই আমি অকুলসাগরে পড়িলাম। আমার মুখেও আর কোন কথাই নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সুরবালা সেই অশ্রুবিন্দু মুছিয়া আমায় বলিল,—"এ ছুঁড়ীর এত দূর আস্পর্দ্ধা হবে, তা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি-নি। তা হলে কি আমি এ কালসাপকে ঘরে আনি?"

আমি বলিলাম,—"কিসে তোমার এ সন্দেহ হলো, সুরবালা?"

সুরবালা।—দেখ লোকে কথায় বলে,—যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। আমি সে ভালবাসা বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু আর কেউ পারবে না।

আমি।—তবু কি করে বুঝ্‌তে পার্‌লে, তা আমায় বলবে না?

সুরবালা।—কিসে এ সন্দেহ হলো, তবে বলি শুন। আমি দেখ্‌ছি, এখন সে কেবল তোমার সম্মুখে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে,

তোমায় জল, পান কি আর কিছু দিতে বললে, সে যেন স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পায়। তোমার গলার সাড়া শুনতে পেলে, সে তখনি অন্যমনস্ক হয়। আমি কি নেকী?

আমি।—এতেই তোমার মনে এত দূর সন্দেহ হলো? আমি তার মনীব পিতার তুল্য; সে জন্যেওত সে এ সকল করতে পারে।

সুরবালা এবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"তোমরা পুরুষ, স্ত্রীলোকের মনের কথা বুঝিবার ক্ষমতা তোমাদের আছে কি? সে যদি মনীবাবলে এ সকল করতো, তা হ'লে তাই দেখে আমার মনে এতদূর কষ্ট হবে কেন? দেখ, মনই ধর্ম্ম, মন সব জানতে পারে। আর এক দিনের একটা ঘটনার কথা বলি শুন। তুমি সে দিন বাড়ীর ভিতরের বারাণ্ডায় বসে তেল মাখছ, আর ও ছুঁড়ী ছাদের আলসের ধারে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, তোমায় দেখে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে, আর অাঁচল দিয়ে চোখের জল মুচ্ছে। আমি পেছনে ছিলাম, সে আমায় দেখতে পায়নে, আর আমিও তখন তাকে আর দেখা দিলাম না। কিন্তু আমার মনে হলো যে এখনই বেটীকে ছাদ থেকে ঠেলে একবারে নীচে ফেলে দি।"

আমি সুরবালার কখন রাগ দেখি নাই। এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাহার যেরূপ রাগ দেখিলাম, সে ঘটনার সময় সুরবালার যে কিরূপ রাগ হইয়াছিল, তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সুতরাং তাহার রাগ দেখিয়া আমারও বড় রাগ হইল। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম,—"বেটীকে তবে ঝাটা মেরে দূর ক'রে দাও।"

আমার এ প্রস্তাবে সুরবালা সম্মত হইল না। সে তৎক্ষণাৎ বলিল,—"দু'বৎসর আছে, আর কি করে তাড়িয়ে দেবো? আর তাড়িয়ে দিলে, হয় বেশ্যা হবে,না হয় না-খেতে পেয়ে,মরে যাবে। আমি সে কাজ কি করে পারি?"

এখন সুরবালার হৃদয় তোমরা বুঝিয়াছ কি? আমার এ প্রস্তাবে সুরবালার রাগ কোথায় উড়িয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখে যে কথা শুনিলাম, তাহাতে আমার রাগের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। আমি পুনরায় বলিলাম,—"অমন ঝিকে বাড়ীতে রাখ্‌তে নেই।"

সুরবালা এবার মার দোহাই দিয়া বলিল,—"মার কিন্তু এ বিষয়ে মত হবে না।"

আমিও জানিতাম,সে কুহকিনী আমার মাতাঠাকুরাণীকে যাদু করিয়াছে। সে কি কুক্ষণে যে তাঁহার পাকা চুল তুলিতে আর গায়ের ঘা-মাছি মারিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা জানি না, কিন্তু সেই হইতে সে আমার মাতাঠাকুরাণীর বড় প্রিয়। তথাপি আমি বলিলাম,—"আমি যদি মার মত করতে পারি?"

সুরবালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"মার যদি মত হয়, তবে যা ভাল বিবেচনা হয় কর।"

আমি সুরবালার কথার অর্থ বুঝিলাম, কিন্তু সেই দীর্ঘনিশ্বাসের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া আমি ঝির সম্বন্ধে বলিলাম,—"মা, আমাদের ঝি যেরূপ পূর্ব্বে ছিল, এখন আর সেরূপ নেই, আমি অমন ঝিকে বাড়ীতে রাখ্‌তে ইচ্ছা করি না।"

মাতাঠাকুরাণী কিছু দুঃখিতা হইয়া বলিলেন,—"বয়েস-কালে অমন হ'য়ে থাকে বাবা, তা বলে কি তাড়িয়ে দেওয়া ভাল হয়?"

আমি বলিলাম,—"অমন ঝিকে কি ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাখে?"

মাতা।—তুমিই ত এনেছিলে বাবা, এখন কুটুম্‌-বাড়ী থেকে এনেছ, বিনি-দোষে তাড়িয়ে দিলে তারাই বা কি বল্‌বে?

আমি সুরবালার সন্দেহের কথা মাতাঠাকুরাণীর কাছে প্রকাশ করিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার কথার আর উত্তর দিব কি? অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। মাতাঠাকুরাণী তখন আরম্ভ করিলেন,—"মাইনে দিতে হয় না, গতরও বেশ আছে, এমন ঝি পাবে কোথা বাবা?"

এই সময় আর একটা কথা আমার মনে উদয় হওয়ায়, আমি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলাম। গেলাম আর কোথায়? আমার সেই সুরবালার কাছে। আমি গিয়া দেখিলাম, সুরবালার সেই প্রফুল্ল মুখকমল এখন মলিন। আমায় দেখিয়া সুরবালা সেই মলিন মুখখানি আমার মুখের সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—"মার কি মত হয়েছে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"না।"

সুরবালার সেই মলিন মুখ আমার ঐ ক্ষুদ্র কথাটিতে তৎক্ষণাৎ যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি সেই প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া ঝির কথা ভুলিয়া গেলাম।

তাহার পর দেখিতে দেখিতে, এক মাস গত হইয়া গেল। বিনা কারণে সুরবালার যে এরূপ সন্দেহ হয় নাই, আমিও তাহা এই সময়ের মধ্যে বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমি ঘৃণায় ও লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলাম। এক দিন প্রাতে আমি বারান্দায় বসিয়া

সংবাদ-পত্র পড়িতেছি, আর আমাদের ঝি আমার শিশু কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া ছাদে বেড়াইতেছে। তাহার প্রতি আমার কোন লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু আমার সুরবালা গৃহের ভিতর হইতে বলিল' —"কেবল পড়ছো, না আর কিছু দেখছো।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"কি দেখবো সুরবালা ?"

সুরবালা চুপি চুপি বলিল,—"একবার! তবে উপর দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

আমি দেখিলাম, আমাদের ঝি এক একবার আমার দিকে বক্রদৃষ্টিতে দেখিতেছে, আর সেই ক্রোড়স্থিতশিশু কন্যাটির মুখ-চুম্বন করিতেছে! সে যেরূপভাবে চাহিতে চাহিতে আমার কন্যাটির মুখচুম্বন করিতেছিল, তাহা দেখিয়া আমার যুগপৎ ঘৃণা ও ক্রোধের উদয় হইল। হঠাৎ বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠে, ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর সেইরূপ জ্বলিতে লাগিল। আমার স্ত্রী ঘরের মধ্যে থাকিলেও জানালা দিয়া এই ঘটনা দেখিতে পাইয়াছিল; অথচ ঝি তাহাকে ছাদ হইতে দেখিতে পায় নাই। আমি তাহার দিকে চাহিলে, সে এরূপ কদর্য্য হাসি হাসিল যে, আমি আর সে স্থানে থাকিতে পারিলাম না। আমি সে স্থান হইতে ঘরের মধ্যে আমার স্ত্রীর নিকট আসিলাম। আমার স্ত্রীর মুখ দেখিয়াই, আমি তাহার ক্রোধের লক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। সুরবালা তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করিল, —"এত বড় আস্পর্দ্ধা—বামন হয়ে চাঁদে হাত! আর না —এখনি ঝাটা মেরে দূর করে দাও।"

আমারও তখন বড় রাগ হইয়াছিল, আমি তৎক্ষণাৎ সেই ঝিকে ডাকিয়া বলিলাম,—"তুমি ভদ্রলোকের বাড়ী থাকবার

উপযুক্ত নও, এখানে তোমার আর স্থান হবে না—আজই যাও।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই ঝির চক্ষে জল আসিল। দুই এক ফোঁটা করিয়া ক্রমে অশ্রুধারা বহিতে আরম্ভ করিল। ঝি এইবার ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সুরবালাও তাহাকে কি কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার চক্ষে জল দেখিয়া সুরবালার মুখের কথা মুখেই রহিল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া, ঝি কাঁদিতে কাঁদিতেই আরম্ভ করিল,—"কেন?—আমি কি দোষ করেছি? দু'বেলা দু'মুটো খাই বইত নয়? তা নয় এক বেলা খেয়েও থাক্‌বো। ওগো আমি খুকীকে ছেড়ে থাকৃতে পারবো না গো। তোমরা আমায় তাড়িয়ে দিলে, আমি খুকীর জন্যে কেঁদে কেঁদে মরে যাব।"

তাহার সেই মায়া কান্না শুনিয়া, আমার মনে কোন কষ্টই হইল না, বরং মায়াবিনীর মায়া দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিলাম। কিন্তু তখন সুরবালার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখি যে, তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে। ধন্য সুরবালা! ধন্য তোমার হৃদয়!

এই সময় আমার মাতাঠাকুরাণীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই আরম্ভ করিলেন,—"দেখ বউমা, তুমি সে সন্দেহ করো না মা, আমার ছেলে সে রকম কলিকালের ছেলে নয়।"

মাতাঠাকুরাণীর এই কথায় আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম। তবে কি সুরবালার সন্দেহের কথা মাতাঠাকুরাণীও জানিতে পারিয়াছেন! তিনি সে কথা জানিতে পরিয়াছেন শুনিয়া, আমি

যেন লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আমার উপর তাঁহার কোনরূপ সন্দেহ যাহাতে না হয়, সেই কারণ আমি তাঁহাকে বলিলাম,—"মা,এ পাপ ঘরে রাখ্‌বার আর কোন আবশ্যক নাই। তাড়িয়ে না দিয়ে,যেখানকার পাপ সেইখানেই ওকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্। আজ্‌কের দিন থাক্, কাল সকালে আমি একজন লোক সঙ্গে দিয়ে, ওকে ওর দেশে পাঠিয়ে দেবো। এ বিষয়ে তুমি আর অমত করো না।"

আমি যেরূপ ভাবে একথা বলিলাম, তাহাতে মাতাঠাকুরাণী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন,—"তবে তাই কর বাবা। তোমার আর বৌমার যখন এই মত, তখন আমি কি অমত করতে পারি?"

আমি আফিস হইতে বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, যে ঝি আজ জলস্পর্শও করে নাই,কেবল সমস্ত দিন শয্যায় শুইয়া কাঁদিয়াছে। কথাটা শুনিয়া আমারও মনে বড় কষ্ট হইল। আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম,—"তুমি একটু যত্ন করে খাওয়ালে না কেন?"

সুরবালা মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বলিল,—"আমি কি সে চেষ্টার কসুর করেছি? সে বলে, আমার যখন এ বাড়ীর অন্ন উঠেছে, তখন আর খাবো কেন?"

আমি বলিলাম,—"তা বলে একটা লোক বাড়ীর মধ্যে না খেয়ে পড়ে থাকবে?"

সুরবালা আগ্রহের সহিত বলিল,—"তুমি একবার তাকে খেতে বলে দেখ না।"

আমি প্রথমে সুরবালার কথায় সম্মত হইলাম না, কারণ তাহার নিকট যাইতে কিম্বা তাহার সহিত কথা কহিতে আমার

কেমন এখন বড়ই ঘৃণা হয়। কিন্তু সুরবালা আমায় অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন আমি সুরবালাকে বলিলাম,—"তুমি আমার সঙ্গে যদি যাও, তা হলে আমি তাকে খেতে বল্‌তে যেতে পারি।"

সুরবালা তৎক্ষণাৎ আমার কথায় সম্মত হইল। আমরা উভয়ে উপর হইতে নীচে সেই ঝির ঘরে গেলাম। ঝি আমার গলার শব্দ শুনিয়া একখানি লেপে আপাদমস্তক ঢাকিল। আমি তাহাকে বলিতে লাগিলাম,—"গৃহস্থের বাড়ী সমস্ত দিন না-খেয়ে পড়ে থাক্‌লে, গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। তুমি বাছা, আমাদের অকল্যাণ কেন কর? আমরা তোমায় ধরে মারি-নে বা কোন গালমন্দও দিই-নে; তবে তোমার বুদ্ধি ভাল নয় বলে, তোমায় দেশে পাঠিয়ে দেবো। আবার যদি শুনি, তোমার বুদ্ধি ভাল হয়েছে, তা হলে আবার তোমায় নিয়ে আস্‌বো। আর বাড়ীতে তুমি যদি খেতে না পাও, তবে আমার শ্বশুর-বাড়ীতে যাতে খেতে পাও, আমি বরং তার উপায় করে দেবো। এখন আমার কথা রাখ, গৃহস্থের অকল্যাণ করো না, উঠে ভাত খাও। আমি তোমার—"

তখন, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়াই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, আমি দেখিলাম, আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই ঝি উঠিল। তাহার পর সুরবালা তাহাকে রান্নাঘরে লইয়া গিয়া আহার করাইল। ঝির সম্বন্ধে আর কোন কথাই সন্ধ্যার পর হইল না, কেবল পরদিন প্রাতে কে তাহাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইবে—তাহা স্থির করা হইল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে আমি নিদ্রার ঘোরে শুনিলাম,—"সদর

দরজা খোলা কেন—সদর দরজা খোলা কেন"—এই কথা বলিয়া আমার মাতাঠাকুরাণী চীৎকার করিতেছেন। তখনও আমার নিদ্রা সম্পূর্ণ ভঙ্গ হয় নাই, সুতরাং এই কথাটা কেবল আমার কানে গেল মাত্র। তাহার পর-মুহূর্ত্তেই আমি পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইলাম জানি না, কিন্তু এবার আমার স্ত্রীর চীৎকারে হঠাৎ আমার সে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। সুরবালা চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—"পালিয়ে গেল!—এই কল্‌কেতা সহরের মধ্যে একলা যেতে তার সাহস হলো! ওমা আমি যাবো কোথা!"

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইবার পরেই আমার মুখ হইতে বাহির হইল,—"কে পালিয়ে গেল সুরবালা?"

সুরবালা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"আমাদের ঝি।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমাদের ঝি! যে ঝিকে ছাড়াইয়া দিব বলায় সে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল, সেই ঝি নিজে আমাদের বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম! অনেকক্ষণ কোন কথাই আমার মুখে আসিল না। তাহার পর পাড়ার পরিচিত বাড়ীতে তাহার অনুসন্ধান জন্য লোক পাঠাইলাম; কিন্তু কেহই তাহার কোন সন্ধান দিতে পারিল না। ঝির সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিল, আমার মাতাঠাকুরাণী ও স্ত্রী সে সকল কথা শুনিয়া ঝির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল। আমি আর কি করিব? পুলিসে সংবাদ দিলাম এবং অনেক কুলী-আফিস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াও, তাহার কোন সন্ধানই পাইলাম না।

আমার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কিছু কিছু জানা ছিল। অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পুস্তক পাঠ করিয়া আমি সাধারণ পীড়ার চিকিৎসায় কতকটা ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলাম। আমার গৃহে অনেক হোমিওপ্যাথিক ঔষধও থাকিত। অনেক দীনদুঃখীকে আমি সে সকল ঔষধ বিতরণ করিতাম। ব্যবসার জন্য আমি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করি নাই, সেই কারণ পাড়ার

অনেক ভদ্রলোক পর্য্যন্ত আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতেন। একদিন রবিবার বৈকালে আমি আমার বৈঠকখানায় বসিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ঔষধ বিতরণ করিতেছি, এমন সময় একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া আমায় বলিল,—"বাবা, আমার একটি মেয়ে আজ পাঁচদিন একজ্বরী হয়ে রয়েছে, এখনও একটু অষুধ পেটে পড়ে নি। দুঃখী লোক—ডাক্তারের কড়ি নাই; তুমি যদি বাবা, আমাদের বাড়ী এসে, তাকে দেখে একটু অষুধ দাও।"

বৃদ্ধার কাতরোক্তি শুনিয়া আমার বড় দয়া হইল, আমি তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি ঔষধ বিতরণ শেষ করিলাম। তাহার পর, আর কাল বিলম্ব না করিয়া, বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। পথে বৃদ্ধার সঙ্গে আমার নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

আমি।—তোমার বাড়ী কতদূরে বাছা?

বৃদ্ধা।—বেশী দূর নয়—এই চাঁপাতলার গোল পুকুরের ধারে।

আমি।—গোলদীঘির কোন্ ধারে?

বৃদ্ধা।—পূব্ ধারে।

আমি।—পূর্ব্বধারে যে সকল খোলার ঘর আছে, সেই খোলার ঘরে বুঝি?

বৃদ্ধা।—হাঁ বাবা, শ্যামাবাড়ীওয়ালীর বাড়ী।

আমি জানিতাম, চাঁপাতলার গোলদীঘির পূর্ব্বধারে যে সকল খোলার ঘর আছে, তাহাতে নীচ-শ্রেণীর বেশ্যারা বাস করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে ঝি-শ্রেণীর বেশ্যাই অধিক। ইহারা দিবা

ভাগে গৃহস্থের কিম্বা বাসাড়ে বাড়ীতে ঝিয়ের কর্ম্ম করে, আর রাত্রে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে। সুতরাং আমি যেরূপ উৎসাহের সহিত আসিতেছিলাম, গন্তব্যস্থানের নাম শুনিয়া, আমার সে উৎসাহ আর রহিল না। তথাপি সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,— "তোমার কন্যার বয়েস কত ?"

বৃদ্ধা।—১৪।১৫ বছর হবে।

আমি।—স্বামী আছে ?

বৃদ্ধা এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"না বাবা, সে পাঁচ বছর বয়েসের সময় বিধবা হয়েছে।"

আমি।—তোমার আর কে আছে ?

বৃদ্ধা।—আমার আর কে থাক্‌বে ?

আমি।—তবে তোমার চলে কিসে ?

বৃদ্ধা আর আমার কথার উত্তর দিতে পারিল না। সে চুপ করিয়া রহিল। সে আমার এরূপ প্রশ্নে নিরুত্তর থাকাতেই, তাহার উত্তর আমি মনে মনে বুঝিয়া লইলাম। আমার যাহা সন্দেহ হইয়াছিল, এখন সে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। কিন্তু আমি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহাতে সুস্থান-কুস্থান বা পাত্রাপাত্র বিবেচনা করা আমার উচিত নহে। সুতরাং আমি পুনরায় উৎসাহের সহিত চলিলাম। এই সময় একটা কথা আমার মনে উদয় হওয়ায়, আমি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমাদের বাড়ীতে আর কেউ ভাড়াটে আছে ?"

বৃদ্ধা।—বিধু আছে, গোলাপ আছে, রাইমণি আছে, সুখদা আছে, আর শ্যামা বাড়ীওয়ালী আছে।

আমি।—এ সকলইত স্ত্রীলোক—এরা কি করে?

বৃদ্ধা।—দিনের বেলা কেউ থাকে না, বাবুদের বাড়ী কাজ কর্‌তে যায়, সন্ধ্যের পর ঘরে আসে।

সন্ধ্যার সময় কেন ঘরে আসে,এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে আর আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি সে কথা তখন মনে মনে বুঝিতে পারিলাম। ইহারাই কলিকাতার ঝি! পোনের আনা উনিশ গণ্ডা ঝিই প্রায় এইরূপ! তবে যাহারা বৃদ্ধা হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। আর তাহাদের মধ্যে যাহাদের কিছু অর্থ বল আছে, তাহারা প্রায় হয় বাড়ীওয়ালী, না হয় মুদিনী, ফল-বিক্রেতা, বা অন্য কোন ক্ষুদ্র ব্যবসার দ্বারা স্বাধীন-ভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ধন্য কলিকাতা! ধন্য তোমার নৈতিক উন্নতি!! তোমার সংসর্গে আসিয়াই, পল্লীগ্রামের অনাথা স্ত্রীলোকগণ তাহাদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র কলঙ্কিত করে!

আমি এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতেই বৃদ্ধার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে বাড়ীতে প্রবেশ করিবা মাত্র, একজন স্থূলকায় প্রৌঢ়া আসিয়া আমায় বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিল। বৃদ্ধার নিকট পরিচয়ে জানিলাম—সে সেই শ্যামাবাড়ীওয়ালী। সুতরাং তাহার সমাদরে আমি মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলাম। শ্যামা বলিল,—"মহাশয়,আপনি বড় ভদ্রলোক, আপনার অনেক সুখ্যাতি আমি শুনেছি। যখন গরীবের বাড়ী পায়ের ধূলা পড়েছে, তখন অনুগ্রহ করে একবার বসুন। আপনি তামাক খান্ কি?"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—"আমার আদর-অভ্যর্থনার

কোন দরকার নেই ; যে জন্যে এসেছি, সেই কাজ শেষ করে, এখনি আমায় যেতে হবে। সে রোগী কোথায় ?"

বাড়ীওয়ালী ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"রোগী ঐ ঘরের মধ্যেই আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, এখনি রোগীকে দেখতে পাবেন।"

আমি তাহার ঐ হাসির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তথাপি বলিলাম,—"সে রোগী এখন কেমন আছে ?"

স্ত্রীলোক।—আপনি যখন এসেছেন, তখন তার রোগ আরাম হয়ে গেছে।

তাহার এ কথার ও অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—"আপনার কথা আমি ভাল বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, আমার হাতে অনেক কাজ আছে, আমি আর সময় নষ্ট করতে পারি না। ইচ্ছা হয় রোগী দেখান, না হয় আমি এখনি চলে যাই।"

আমাকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া, সে বলিল,— "তবে আসুন মশাই, আগে রোগী দেখবেন, তারপর না হয় কথাবার্ত্তা হবে, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

এই কথা বলিয়া আমায় সঙ্গে করিয়া সম্মুখের একটি ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। কিন্তু আমি সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে একবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম! যদি তৎক্ষণাৎ আমার সম্মুখে ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাত হইত, তাহাতেও আমি এতদূর স্তম্ভিত হইতাম না। আমার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু যে কথা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি সেই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিলাম! দেখিলাম আর কি ?

আমাদের সেই ঝি দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। তখন আমি ইহাদের কু-অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম; ঘৃণায় ও লজ্জায় আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। আমার মুখে আর কথাই নাই। ঝিও আমায় মুখে কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু আর সেই চক্ষের জল আমায় অনেক কথা বলিল। আর বলিল—সেই বাড়ীওয়ালী। সে এইবার আরম্ভ করিল,—

—"বাবা, তোমায় আর কি বলবো? ছুঁড়ী তোমার জন্যে সারা হয়ে গেল। খায় না, দায় না, কেবল তোমার জন্যে ভাবে আর কাঁদে। যেরূপ গতিক দেখছি, তুমি পায়ে না রাখ্‌লে ত একটা স্ত্রী হত্যে হয়। ছুঁড়ী কি চক্ষেই তোমায় দেখেছিল বাবা! আমি অনেক—"

এই সময় আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম; সুতরাং এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য, তাহাও তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ কোন কালসর্প দেখিলে, পথিক যেমন প্রাণের ভয়ে পলায়ন করে, আমিও সেইরূপ প্রাণভয়ে দৌড়িলাম। তৎক্ষণাৎ একটা ভারিবস্তু পতনের শব্দ আমার কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। আমার বোধ হয়, সেই ঝি বুঝি হঠাৎ পড়িয়া গেল। আমি বাড়ীর বাহিরে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন সেই বাড়ীওয়ালীর চীৎকারেই বুঝিতে পারিলাম যে, আমার অনুমান সত্য হইয়াছে। কিন্তু সে ঝি যে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সে কথা আমার মনে একবারও উদয় হয় নাই। রাস্তায় পৌঁছিয়া আমি, দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিলাম। আমার মনের অবস্থা কিরূপ, তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন এইমাত্র কোন গুরুতর পাপকার্য্য শেষ করিয়া

গৃহে ফিরিয়া যাইতেছি। লোকে খুন করিলে, তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হয় জানি না; কিন্তু একটা পাপ-অভিসন্ধির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আমার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, একটা খুন করিলে ইহার অধিক কি হইত, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু মনের গ্লানি এখনও দূর হয় নাই। তখন কোন নিষ্কলঙ্কমূর্ত্তি দেখিবার জন্য আমি আমার শয়নগৃহে গেলাম। সে গৃহে প্রবেশ করিয়াই সুরবালার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সুরবালা আমার পরিবর্ত্তিত আকার দেখিয়া মনের অবস্থা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

আমি হঠাৎ সুরবালার এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। সুরবালা এবার একটু অধীর হইয়া বলিল,—"কোথায় গিয়েছিলে, বল না?"

আমি বলিলাম,—"সুরবালা, আজ ভগবান আমায় রক্ষা করেছেন, আমি বড় বিপদে পড়েছিলুম।"

সুরবালা আগ্রহের সহিত বলিল,—"সে কি! কি বিপদ?"

আমি বলিলাম,—"রোগের ভাণ করে, সেই পাপিয়সী আমায় বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল।"

সুরবালা বিস্মিতস্বরে বলিল,—"কে সেই পাপীয়সী?"

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম,—"আমাদের ঝি।"

নবম পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! সুরবালা অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হৃদয়ের ছবি নিশ্চয়ই মুখে প্রকাশ পায়, কারণ সুরবালা আমার মুখ দেখিয়া আমার হৃদয়ের ভাবও বুঝিতে পারিয়াছিল। সুরবালার প্রথম কথা হইল,—"ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করেছেন। কিন্তু কোথায়—কি রূপে তোমায় বিপদে ফেল্‌বার চেষ্টা পেয়েছিল, আমায় সে সব কথা খুলে বল।"

আমি আগাগোড়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। সুরবালা অবাক্ হইয়া সমস্ত কথা শুনিল। তাহার পর বলিল,—"আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে। সে নিজে অধঃপাতে যাবে, যাক্। তার প্রতি আর আমার দয়ামায়া নাই। কিন্তু তার আস্পর্দ্ধা একবার দেখ! সে এখনও তোমায় নষ্ট কর্‌বার চেষ্টায় আছে।"

আমি বলিলাম,—"সে কুচরিত্রা, তার কি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে?"

সুরবালা।—আমি ত তার ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট করি-নি। তবে সে আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে কেন?

আমি।—সংসারের গতিই এই। তুমি যার ভাল কর্‌বে, সেই তোমার মন্দ চেষ্টা পাবে।

সুরবালা।—কেন এমন করে? তাহারত মানুষের চামড়া গায়ে আছে।

আমি।—মানুষের চাম্‌ড়া গায়ে থাক্‌লেই, যদি সকলেই মানুষ হতো, তা হলে কি সংসারে কোন দুঃখ থাকতো?

সুরবালা।—তবে আমার অদেষ্টে বোধ হয় দুঃখ আছে, তা না হলে এত লোক থাক্‌তে আমরই সর্ব্বনাশ করতে চেষ্টা পাবে কেন?

আমি।—সুরবালা, তুমি সে ভয় করোনা; ধর্ম্মে যদি আমার মতি থাক, আর জগদীশ্বর যদি আমার সহায় থাকেন, তবে সে আমাদের কোন অনিষ্ট কর্‌তেই পার্‌বে না। আমার প্রতি তোমার কি বিশ্বাস নাই সুরবালা?

সুরবালা এবার বিষণ্ণমুখে বলিল,—"তোমার প্রতি বিশ্বাস যে দিন হারাবো, তার পূর্ব্বেই আমার যেন মৃত্যু হয়।"

সুরবালার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আর সেই বিষণ্ণ মুখের ঐ মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া, আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম। আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া এবার অন্য কথা পাড়িলাম। আমি বলিলাম,—"সুরবালা, তোমার মন যেমন সরল, তুমি অন্যকেও তেম্নি ভাব। সকল লোকের মন কি কখন সমান হয়?"

সুরবালা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমি তা কি করে জান্‌বো? কেন এ কালসাপকে ঘরে এনেছিলাম?"

আমি।—যখন তাকে এখানে এনেছিলে, তখন সে

কিছু কাল সাপ ছিল না। তখন বরং তার চরিত্র খুব ভালই ছিল।

সুরবালা।—তবে এখন তার এমন মতিগতি হলো কেন?

আমি।—এ কেবল তার সংসর্গের দোষে। দেশেতে সে উদরান্নের জন্য লালায়িত ছিল, কোনরূপ কুপ্রবৃত্তি কেহ তার মনে উদ্রেক করিয়া দেয় নাই। সেই কারণ তার চরিত্রেও কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। এখানে এসে তার পেটের চিন্তা ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে বরং ভোগাভিলাষও বেড়ে গিয়েছিলো। আর এই কল্‌কেতা সহরে কুলোকের অভাব নাই, যখনই বাড়ীর বাহিরে গেছে, তখনই কুলোকে তার কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা করেছে। তার মনেও সেরূপ ধর্ম্মবল ছিল না, কাজেই তার চরিত্র মন্দ হয়ে গিয়েছে। কেবল আমাদের ঝি বলে নয়, এই কল্‌কেতা সহরে এসে, এরূপ শত-সহস্র পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকের চরিত্র কলঙ্কিত হয়েছে—আর প্রতিদিনই হচ্ছে।"

আমার কথা শুনিয়া সুরবালা অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুরবালার মুখে আর কথা নাই। আমি তাহার বিস্ময়ভাব দেখিয়া আর কোন কথা বলিলাম না। কিন্তু সুরবালা তৎক্ষণাৎ বলিল—"আমি তোমার কথা শুনে অবাক্ হয়েছি। পৃথিবী এত পাপ কি করে সহ্য করেন?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"তোমার চেয়ে পৃথিবীর সহ্যগুণ ঢের বেশী। কিন্তু সুরবালা, এ সকল হতভাগিনীর প্রতি ঘৃণাও হয়; আবার দয়াও হয়। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি কেবল কুলোকের উত্তেজনাতেই ঐরূপ বার আনা স্ত্রীলোকের চরিত্র কলঙ্কিত হয়েছে। অসচ্চরিত্রা ঝিয়েরা সচ্চরিত্রা ঝিদিগের চরিত্র কলঙ্কিত

করবার অবার প্রাণপণে চেষ্টা করে থাকে। সচ্চরিত্রা ঝি তাহাদের প্রাণে সহ্য হয় না, সকলকেই তারা আপনাদিগের দলে টানবার চেষ্টা করে থাকে। অনেক হতভাগিনীই তাহাদের সংসর্গে পড়ে, অমূল্য সতীত্বরত্ন হারায়।”

সুরবালা।—তোমার কথা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। এইজন্যই কি তুমি আমাদের ঝিকে অন্যান্য ঝির সঙ্গে মিশ্‌তে বারণ কর্‌তে? আমি কিন্তু তখন সে কথা বুঝ্‌তে পারি-নি। যদি সে সময় একটু সাবধান হতুম্‌, তা হ'লে বোধ হয়, আমাদের ঝির অদৃষ্টে এ দুর্দ্দশা ঘট্‌ত না।

কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে সুরবালা বস্ত্রাঞ্চলে আপনার চক্ষু মুছিল।

এখনও সুরবালার সেই ঝির প্রতি সহানুভূতি! আবার কেবল সহানুভূতি নয়, তাহার জন্য সুরবালার অশ্রুবিসর্জ্জন! এই মাত্র যে সুরবালা রাগে গর্‌গর্‌ করিতেছিল, এখন তাহার সে রাগ কোথায় গেল? আমি সুরবালা-চরিত্রের সকল অংশ বুঝিতে পারি, কিন্তু এই অংশ বুঝিতে পারি না। তোমরা কেহ আমায় বুঝাইয়া দিতে পার? সুরবালার কিসে অশ্রুবিসর্জ্জন হয়, সে কথা বুঝিতে গেলেই, আমার মাথা ঘুরিয়া যায়। আমি সে কথার আর আলোচনা করিব কিরূপে? সুতরাং কোন একটা কাজ উপলক্ষ করিয়া আমায় তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিতে হইল।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর প্রায় ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। ঝির কথা আর আমার মনেই নাই; সুরবালাও এখন সে কথা আর উল্লেখ করে না। একদিন প্রাতে আমি গঙ্গাস্নানে

গিয়াছি, এরূপ গঙ্গাস্নানে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমি যাইতাম। সে দিন রবিবার, সুতরাং সন্ধ্যা-আহ্নিক গঙ্গার ঘাটেই শেষ করিয়া, আমি সূর্য্যপ্রণাম করিতে গিয়া দেখি, একজন স্ত্রীলোক নিলর্জ্জভাবে আমার প্রতি চহিয়া রহিয়াছে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হইবামাত্র সে এরূপ কদর্য্য হাসি হাসিল যে, সে হাসি দেখিয়া আমার প্রাণের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল। অনেক ভদ্রলোকের স্ত্রীলোক সেখানে স্নান করিতেছিলেন; সুতরাং সেই স্ত্রীলোকটিকে ভদ্রবংশীয়া ভাবিয়া আমি যেন ঘৃণায় ও লজ্জায় মরিয়া গেলাম। সেদিকে আর চাহিলাম না; সে ঘৃণিত হাসি আর দেখিলাম না। কিন্তু এই সময় কর্ণে শুনিলাম,—"একবার চেয়েই না হয় দেখ, দেখ্‌লে কিছু আর জাত যায় না।"

সে স্ত্রীলোক আমার অপরিচিত বটে, কিন্তু এ কি! তাহার কণ্ঠস্বর ত আমার অপরিচিত নহে। আমি বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে সেই দিকে পুনরায় চাহিয়া ফেলিলাম। কিন্তু চাহিয়া এবার দেখিলাম কি? আবার কি দেখিব? সেই আমাদের ঝি!

দশম পরিচ্ছেদ।

হাঁ।—আমাদের ঝি! প্রথমে চিনিতে পারি নাই, কিন্তু এই-বার চাহিবা মাত্রই চিনিতে পারিলাম যে,সে আর কেহ নহে—আমাদের সেই ঝি। কেন চিনিতে পারি নাই, বলি শুন। তাহার কারণ, এখন সে ঝিকে আর চেনা যায় না। সে এখন যে সকল অলঙ্কার ও বেশভূষা পরিধান করিয়াছিল, তাহাতে তাহাকে চিনিতে পারাও সহজ নহে। সে বেশভূষা ও অলঙ্কারে তাহার আকার ও বর্ণগত অনেক পরিবর্ত্তনও সংঘটিত হইয়াছিল। আমি ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোক ভাবিয়া, আমি তাহাকে ভাল করিয়াও দেখিতে পারি নাই। সে যাহা হউক,হঠাৎ পথিমধ্যে কোন ভয়ানক হিংস্রজন্তু দেখিলে পথিকের প্রাণ যেরূপ আকুল হইয়া উঠে, আমারও প্রাণ সেইরূপ আকুল হইয়া উঠিল। আমি একটা হাসির ধ্বনি শুনিতে শুনিতে দৌড়িলাম। সে হাসি একজনের হাসি নয়, সে অনেক গুলি স্ত্রীলোকের ঐক্যতান-হাসি। তবে কি যে সকল স্ত্রীলোককে আমি ভদ্রবংশীয়া মনে করিয়াছিলাম, সে স্ত্রীলোকেরা ভদ্র-বংশীয়া নহে? তাহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই অন্তত দুই এক জন আমাদের ঝির সঙ্গিনী ছিল, তাহা

আমি সেই হাসির ধ্বনিতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহারা যে, দল বাঁধিয়া গঙ্গাস্নানে আসিয়া থাকে, তাহার কি কোন উদ্দেশ্য নাই? সে উদ্দেশ্য কি কেবল পতিতপাবনীর পবিত্র স্পর্শে মুক্তি-লাভ? সমস্ত রাত্রি পাপাচরণ করিয়া প্রাতে সেই সকল পাপ হইতে উদ্ধার হইবার জন্যই কি এই সকল পাপিয়সী গঙ্গাস্নানে আইসে? না—তাহা নহে। এই সকল হতভাগিনীর আবার উদ্ধার আছে নাকি? তবে কি মা ভাগীরথীর সে পবিত্রতা নাই যাহাতে এই সকল পাপীয়সীর উদ্ধার হয়? হিন্দুর প্রাণে একথা সহ্য হইতে পারে না। ইহাদের অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক পাপী জাহ্নবীজলস্পর্শমাত্রেই তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু ইহারা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিলেও অনন্তকালেও উদ্ধার পাইবে না। তাহার কারণ, কেবল পাপী হইলেই হয় না, উদ্ধারের আন্তরিক ইচ্ছা ও বিশ্বাস চাই। কিন্তু ইহাদের সে ইচ্ছা ও বিশ্বাস আছে কি?

সে ইচ্ছা ও বিশ্বাস দূরে থাকুক, ইহাদের গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যই কেবল পাপাচরণ! পাপ-ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্যই ইহারা গঙ্গাস্নানে আসিয়া থাকে। কি! পাপ-ব্যবসার জন্যই গঙ্গাস্নান! ধরিত্রী এত পাপাচরণও সহ্য করিয়া থাকেন? ধন্য মা জাহ্নবী তোমার পবিত্রতা! আর ধন্য মা ধরিত্রী তোমার সহ্য গুণ!

আমি এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে চলিয়া আসি-লাম। মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এ ঘাটে আর কখন গঙ্গাস্নানে আসিব না। গৃহে আসিলেই সুরবালার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তখন আজিকার ঘটনার বিষয় সুরবালাকে

বলিব কি না, এই কথা আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। চিন্তা করিতে করিতে আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। সুরবালার নিকট কোন কথাই আমি গোপন করিয়া রাখিতে পারিব না, অথচ একথা সুরবালাকে বলিলে তাহার প্রফুল্লমুখ বিষণ্ণ হইয়া যাইবে। অনেকক্ষণ আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর আর থাকিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ বলিলাম,—"সুরবালা, আজ আবার এক বিপদে পড়েছিলুম।"

সুরবালা আগ্রহের সহিত বলিল,—"কি বিপদ! কোথায় বিপদে পড়েছিলে?"

আমি।—আজ গঙ্গাস্নানে গিয়ে বিপদে পড়েছিলুম!

সুরবালা।—কেন তুমি ত সাঁতার জান।

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম,—"যে সাঁতার জানে, তার কি কোন বিপদ হয় না সুরবালা?"

সুরবালা।—তবে হাঙ্গর কুমীরের হাতে পড়েছিলে না কি?

আমি।—সে হাঙ্গর-কুমীরের হাতে পড়া অপেক্ষাও ভয়ানক বিপদ! আমি যার হাতে পড়েছিলুম, সে হাঙ্গরকুমীর অপেক্ষাও ভয়ানক হিংস্র।

আমার কথায় সুরবালার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। আমি তাহার মুখের ছবিতে তাহার প্রাণের ভাব বুঝিতে পারিলাম। তাহার মুখখানি যেন একখানি দর্পণ। সেই দর্পণে যেন তাহার প্রাণের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়। আমি তখন বলিলাম,—"সুরবালা, গঙ্গাস্নান করিতে গেলে, আর কি কোন বিপদ হয় না?"

সুরবালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"রাস্তায় গাড়ীঘোড়ার ভয় আছে।"

আমি।—সে বিপদ নয় সুরবালা, আজ আমি আবার সেই হতভাগিনীকে দেখেছি।

সুরবালা অধিকতর আগ্রহের সহিত বলিল,—"কে সে হতভাগিনী?"

তখন হঠাৎ আমার মুখ হইতে বাহির হইল,—"আমাদের ঝি।"
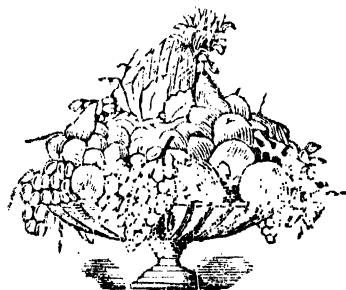
একাদশ পরিচ্ছেদ

আমাদের ঝি! আমার এই কথা দুটি যেন বজ্রধ্বনির ন্যায় সুরবালার হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। তখন সুরবালার সেই চিরপ্রফুল্ল মুখখানি একবারে বিষণ্ণ হইয়া গেল। সে মুখ দেখিয়া আমার প্রাণের ভিতর যাহা হইতে লাগিল, তাহা প্রকাশ করা যায় না। সুরবালা একমনে কি ভাবিতে লাগিল। আমি সুরবালাকে পুনরায় প্রফুল্ল করিবার জন্য বলিলাম—"তুমি সে কথা ভেবে কেন কষ্ট পাও? সে কুচরিত্রা স্ত্রীলোকের কথা তোমার পবিত্র মনে স্থান পাইবার উপযুক্ত নয়। তুমি নিশ্চয় জেনো—সে অনন্তকাল চেষ্টা কর্‌লেও আমার মন কিছুতেই বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না।"

সুরবালা তখন এক দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আমার কেবল সেই ভাব্‌না। তা'ছাড়া আমার আর ভাবনা কিছুই নেই।"

আমি বলিলাম—"সুরবালা, আমি আবার বলছি সে পাপ চিন্তা তোমার পবিত্র মনে স্থান পাবার উপযুক্ত নয়। তুমি এ কথা শুনে বিষণ্ণভাবে অম্‌নি করে থাক্‌লে, আমার প্রাণে বড় কষ্ট হয়।"

সুরবালার সে বিষণ্ণভাব আর কি থাকিতে পারে?

সুরবালা তৎক্ষণাৎ গর্ব্বিতভাবে বলিল—"কার সাধ্য তোমায় আমার কাছথেকে কেড়ে নিতে পারে ?"

সুরবালার সে গর্ব্বিতভাব দেখিয়া আমারও মনে তখন বড় অহঙ্কার হইল। আমিও তখন অহঙ্কার করিয়া বলিলাম—"এ দিকের চন্দ্র ওদিকে গেলেও নয়!"

সুরবালা তখন সুস্থির হইয়া সাংসারিক কার্য্যে চলিয়া গেল। আমিও বাহিরে আসিয়া উপস্থিত রোগিগণের চিকিৎসা কার্য্যে ব্যস্ত হইলাম। তাহার পর প্রায় একমাস অতীত হইয়া গেল, আর কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই। একদিন আফিস হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় আমি বড়বাজার হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিলাম। বাঁশতলার গলির মোড়ের উপর আসিয়া আমি চিৎপুরের ট্রাম-গাড়ীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি; এমন সময় দেখি একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে আমারই নিকট দৌড়িয়া আসিয়া বলিল—"বাবা,আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে—আমার মেয়ে কেড়ে নিয়েছে বাবা! আমি মেয়ে সঙ্গে করে গঙ্গাস্নানে এসেছিলুম—চোরবাগানের বড়ালদের বাড়ী আমার বোন চাকরী করে বাবা, আমি সমস্ত দিন ঘুরে সে বাড়ীর তল্লাস করতে পারি-নি বাবা। সেই বড়ালদের বাড়ী বলে, একমাগী এক বাড়ীতে নিয়ে গেল। তার পর আমার মেয়েটিকে কেড়ে নিয়ে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে বাবা। আমার এখানে আর কেউ নেই—আমি আর কার কাছে যাব; তুমি আমায় রক্ষে কর বাবা।"

মাগী কাঁদিয়া আকুল, আমিত অবাক্! সেই স্ত্রীলোককে দেখিয়া আর তাহার এই সকল কথা শুনিয়া পল্লীগ্রাম

হইতে নবাগতা স্ত্রীলোক বলিয়া আমার অনুমান হইল। তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। এরূপ লোমহর্ষণ কথা শুনিয়া ক্রোধে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রীলোককে বলিলাম—"কোন্ বাড়ীতে তোমার মেয়েকে কেড়ে নিয়ে রেখেছে, তুমি দেখিয়ে দিতে পার্‌বে?"

সেই স্ত্রীলোক তখন নিকটেরই একটি বাড়ী আমায় দেখাইয়া দিল। তখন আমি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, সেই বাড়ীর দিকে দৌড়িলাম। সেই স্ত্রীলোকটিও কাঁদিতে কাঁদিতে আমার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িল। সেই স্ত্রীলোকটির মুখে এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া আমি এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলাম যে, তখন আমার কোন বিষয় বিবেচনা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত ছিল না। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কিন্তু আমার সে ক্ষমতা হইল। আমি একাকী যে এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে চলিয়াছি, তখন আমার এই কথা মনে উদয় হইল। আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ বাড়ীতে এখন কত লোক আছে জান?"

সেই স্ত্রীলোক বলিল—"তা আমি জানিনে বাবা। কেবল ৫।৬ জন মেয়েমানুষকে দেখেছি, তারাই আমার বাছাকে ভুলিয়ে রেখেছে।"

এই সময় আমি বুঝিতে পারিলাম—যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছি, সে বাড়ী কখনই কোন ভদ্রলোকের বাড়ী নয়, ইহা নিশ্চয়ই একটি বেশ্যালয়। এই কথা মনে হইবা মাত্র আমার সে উৎসাহ কোথায় চলিয়া গেল, আর আমার প্রাণের ভিতর যেন ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকটির ক্রন্দন শুনিয়া আমি পুনরায় উত্তেজিত হইলাম। তখন আমি জগদীশ্বরকে

স্মরণ করিয়া, এই অনাথা স্ত্রীলোকের কন্যার উদ্ধারের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলাম এবং সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠিতে লাগিলাম।

উপরে উঠিয়াই সেই স্ত্রীলোক আমায় একটি ঘর দেখাইয়া দিল। আমি এইবার অগ্রে গিয়া সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিবার সময় আমার বুকের ভিতর যেন গুর্ গুর করিয়া উঠিল! তত্রাচ আমি সাহসে ভর করিয়া সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিবার পর মুহূর্ত্তেই হঠাৎ বাহির হইতে সেই ঘরের কপাট বন্ধ হইয়া গেল, আমি পশ্চাতে চাহিয়া দেখি সে স্ত্রীলোকটি নাই, তৎক্ষণাৎ কপাট ঠেলিয়া দেখিলাম—বাহির দিক হইতে দরজা বন্ধ। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল—আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম! চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু এই সময় কর্ণে শুনিলাম—"তুমি এসেছ—এত কষ্টের পর আবার তোমায় পেয়েছি। তুমি ভয় পেয়েছ না কি? তোমার ভয় কি? আমি কৌশল করে তোমায় এখানে এনেছি।"

তখন সেই কণ্ঠস্বরেই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সেই পিশাচিনীই এখন আমার সম্মুখে। আমি এখন এই পিশাচিনীর কৌশলে তাহারই গৃহে আবদ্ধ! এ স্থান হইতে দৌড়িয়া পালাইবারও উপায় নাই। তবে আমি কি করি? এই সময় আমার সুরবালার কথা মনে পড়িয়া গেল। এই পিশাচি-নীকে বুঝাইয়া তাহার এইরূপ পৈশাচিক প্রবৃত্তি হইতে তাহাকে নিবারণ করিবার ইচ্ছা একদিন সুরবালা প্রকাশ করিয়াছিল। সেই কারণ এইসুযোগে একবার সেই চেষ্টা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা

হইল। অগত্যা আমি তাহার সহিত কথা কহিতে বাধ্য হইলাম। আমি বলিলাম—"আমি তোমার কি করেছি?"

সেই পিশাচিনী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"তুমি আমায় পাগল করেছ।"

আমি। কিসে আমি তোমায় পাগল কর্লুম?

আমাদের ঝি। তুমি তা বুঝ্তে পার না বলেই ত আমার এত কষ্ট।

আমি। তুমি আমার আশা ত্যাগ কর। আমার স্ত্রী পরিবার আছে, আমি তাদের নিয়ে পরমসুখে আছি, কেন তুমি আমার সে সাংসারিক সুখ নষ্ট কর্বে?

আমাদের ঝি। আমারও এখন অন্যকষ্ট কিছুই নেই। গহনা, বস্ত্র, জিনিষ পত্র অনেক করেছি। তুমি স্ত্রী পরিবার নিয়ে সুখে আছ বল্ছ, কিন্তু আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সুখী নই। আমি তোমায় পেলেই সুখী হই—কেন তুমি আমার সে সুখ নষ্ট কর?

আমার বড় রাগ হইল। আমি রাগিয়া বলিলাম—"তুমি পাপীষ্ঠা।"

তখন সেই পাপীষ্ঠা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"কি! আমি পাপীষ্ঠা! কিন্তু তুমিই আমার পাপীষ্ঠা হবার মূল। তুমিই আমায় পাপীষ্ঠা করেছ। আর যে বলে বলুক্, কিন্তু তোমার মুখে এই কথা! আমি ছ'বৎসর বয়সে বিধবা হয়েছিলুম, তোমায় যে পর্য্যন্ত না দেখেছিলুম, ভালবাসা কাকে বলে জান্তুম না। এখন বুঝ্তে পাচ্ছি যে তোমায় না দেখাই আমার ছিল ভাল। দেশে খেতে না পেয়ে যে কষ্ট

সহ্য করেছি, এখন তোমায় ভালবেসে তার চেয়ে অধিক কষ্ট ভোগ করছি। এ ভালবাসার যন্ত্রণার চেয়ে সে অন্নবস্ত্রের কষ্ট সহস্র গুণে ভাল। কেবল তোমায় পাবার জন্যই এ পাপ পথে এসেছি, আবার তোমার মুখেই এই কথা!"

আমি কি উত্তর দিব,—কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ অবনতমস্তকে নীরবে রহিলাম। এই সময় আবার শুনিলাম—"তুমি আমার হও, আমি তোমায় নিয়ে গাছতলায় থাক্‌বো। আমি সব ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত আছি।"

আমার মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইল—"তুমি আমার আশা ত্যাগ কর।"

পুনরায় সেই রূপ ভীষণ গর্জ্জনের সহিত শুনিলাম—"কখনই নয়—এ প্রাণ থাক্‌তে তা কখনই পার্‌বো না।"

আমিও এবার সেইরূপ গর্জ্জন করিয়া বলিলাম—"তোমার প্রাণ দিলেও তা কখন হবে না।"

এইবার তখন মিনতি আরম্ভ হইল—"তুমি একদিনের জন্যে আমার হও। আমি তা হ'লেও যে কদিন বাঁচবো, সুখী হতে পার্‌বো। আমার সে সুখে বাদী হইও না। আর যদি তাতে আমার তৃপ্তি না হয়, তবে তার পর না হয়, আমি আত্মঘাতী হয়ে, তোমার স্ত্রী-পরিবারের সুখের পথ নিষ্কণ্টক কর্‌বো—আমার সে মরণেও সুখ আছে। তুমি কেবল এক দিনের জন্যে আমার হও।"

এই কথা বলিতে বলিতে সেই মায়াবিনী আমার পায়ে লুটিয়া পড়িয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল। আমি বড়ই বিপদে

পড়িলাম। আমি দেবতা নই,—আমি মানুষ। সুতরাং সেই পাপীষ্ঠার চক্ষের জলে আমার পায়ের জুতা ভিজিয়া গেল!

অনেকক্ষণ পরে আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—"আমি গরীব ব্রাহ্মণ। এ সংসারে আমার ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি বা প্রতিপত্তি কিছুই নেই, কিন্তু আছে কেবল এক নির্ম্মল চরিত্র। আমি তোমায় আমার জীবন দিতে পারি, কিন্তু জীবন অপেক্ষাও প্রিয়—আমার সেই নির্ম্মল চরিত্র তোমায় দিতে পারব না।"

"তবে তুমি নিজের হাতে আমার জীবন লও"—এই কথা বলিতে বলিতে উন্মাদিনী বিকট চীৎকার করিল এবং দৌড়িয়া গিয়া সেই গৃহের এক কোণ হইতে একখানা বঁটি লইয়া আমার হাতে দিতে আসিল। সেই উন্মাদিনী যখন বঁটিহস্তে আমার সম্মুখে দাঁড়াইল,তখন তাহার সেই ভয়ঙ্কর প্রকৃতি দেখিয়া আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম! আমি সেরূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি জীবনে কখন দেখি নাই। তখন ভয়ে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে ছিল। সেই উন্মাদিনী এইবার হো হো শব্দে বিকট হাস্য করিয়া বলিল,—"তুমি পারবে না, আমি তোমার সুমুখে নিজে স্বহস্তে খুন হবো।"

তখন সম্মুখে স্ত্রীহত্যা হয় দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। "ওগো ঘরের ভিতর খুন হয়, কে আছ দরজা খুলে দাও,"—এই কথা বলিতে বলিতে আমি সেই উন্মাদিনীর হাত হইতে বঁটি কাড়িয়া লইলাম। এই সময় কে ঝনাৎ করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সম্মুখে চাহিয়া দেখি—সে অন্য কেহ নহে —আমার সেই পূর্ব্বপরিচিতা স্ত্রীলোক!

দরজা খোলা পাইয়া আমি আর তিলার্দ্ধ সে গৃহে রহিলাম না। দৌড়িয়া বাহিরে আসিলাম। যখন সিঁড়িতে নামিতেছি, তখন বুঝিতে পারিলাম যে আমার পশ্চাতে সেই উন্মাদিনীও আসিতেছে। আমি এবার প্রাণ ভয়ে দৌড়িলাম। কিন্তু দৌড়িয়া যাইতে আমি সিঁড়ির নীচে হঠাৎ পড়িয়া গেলাম। গুরুতর আঘাতও পাইলাম, কিন্তু তখন সে আঘাতের প্রতি আমার কোন লক্ষ্যই ছিল না। তাড়াতাড়ি পুনরায় উঠিতে যাইতেছি, এমন সময় সেই উন্মাদিনী আমায় ধরিয়া তুলিল। আমি তাহার স্পর্শে যেন নরকে ডুবিয়া গেলাম। আমাকে তুলিতে তুলিতে সে আরম্ভ করিল—"আহা! তোমায় লেগেছে! তুমি পড়ে যাবে জান্‌লে, আমি এইখানে বুক পেতে দিয়ে থাক্‌তাম।"

আমি তাহার এই কথা শুনিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলাম। দেখিলাম—সেই উন্মাদিনী এখন আবার মায়াবিনী সাজিয়াছে। আচ্ছা—এরা কি বহুরূপী?

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম—"আমায় লাগে নেই, যদি তুমি যথার্থই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হও, তবে এখন আমায় ছেড়ে দিয়ে আমার জীবন রক্ষা কর।"

আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া তখন সেই রাক্ষসী বলিল—"তবে যাও, নিষ্ঠুর, যাও, আমার হৃদয়ে তীক্ষ্ণশেল বিঁধে রেখে চলে যাও। কিন্তু এ পাপীষ্ঠার হৃদয়ের কত সহ্যগুণ তা দেখ, আরও দেখ—আমি তোমার যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কি না।"

কিন্তু সে সময় আমার কিছুই দেখিতে অবসর ছিল না, আমি তখন দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে লাগিলাম। সদর দরজা

পার হইয়া সবে মাত্র রাস্তায় পড়িয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎ ফিরিয়' দেখি—পুনরায় সেই রাক্ষসী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার পশ্চাতে দৌড়িয়া আসিতেছে! তখনও দৌড়িতে দৌড়িতে বলিতেছে—"তুমি চলে গেলে—সত্য সত্যই চলে গেলে? একবার ফেরো, কেবল আমার একটা কথা শুনে যাও। আমি তোমায়—" এই সময় সেই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। আমি এই অবসরে রাস্তা দিয়া দ্রুতপদে চলিলাম।

আমি অল্প দূর গিয়াছি, এমন সময় কে যেন আমার পশ্চাৎ হইতে বলিল—"কি ভায়া? এই দিনের বেলাই তোমার এই কাণ্ড!"

আমি পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—আমারই একজন প্রতিবাসী—আমাকেই উদ্দেশ্য করিয়া ঐ সকল কথা বলিতেছে। আমি এ কথার কি উত্তর দিব? কেবল বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। প্রতিবাসী পুনরায় আরম্ভ করিল—"বলি ভায়া, আর লুকুলে কি হবে? তোমার মেয়ে মানুষটী কিন্তু বেশ সুন্দরী।"

তখন আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"কি! আমার মেয়ে মানুষ?"

প্রতিবাসী উত্তর করিল—"হাঁ, তোমারই ত মেয়েমানুষ। ভায়া, যাকে তুমি এই মাত্র কাঁদিয়ে এসেছ—আর যে তোমার জন্যে এখনো রাস্তায় পড়ে আছাড় কাছাড় খাচ্ছে।"

প্রতিবাসীর কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। কিন্তু এরূপ অবস্থায় নীরবে থাকা উচিত হয় না বলিয়া উত্তর

করিলাম—"আপনার ভুল হয়েছে—আপনি যা মনে করেছেন, সেত আমার তা নয়।"

প্রতিবাসী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"তবে সে তোমার কে হে ভায়া?"

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম—"সে আমাদের ঝি!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমাদের ঝি! আমার কথা শুনিয়া প্রতিবাসী একবারে বিস্মিত হইয়া রহিল। তাহার পর দেখি—তাহার সে বিস্ময় কোথায় চলিয়া গেল। প্রতিবাসী ভ্রূভঙ্গির সহিত ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ঠিক্ ঠিক্—আমি তাকে চিন্‌তে পারি নাই; সে তোমাদের সেই ঝিই বটে। তা ভায়া, কি করে চিন্‌তে পারবো বল? তখন তোমাদের ঝি ছিল, এখন দেখ্‌ছি—এ যে একবারেই বউ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

কি ঘৃণা! কি লজ্জা! এর চেয়ে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হওয়া যে ছিল ভাল! এর চেয়ে আমার মৃত্যুও যে সহস্র গুণে ভাল। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম।

প্রতিবাসীর কথার উত্তর দিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একটা গলি-রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। একটা কলঙ্কের ভারি বোঝা এখন আমার মস্তকে, সুতরাং ধীরে ধীরে চলিতেছিলাম। কিন্তু কোথায় যাইতেছি, কিছুই স্থিরতা নাই! গৃহে ফিরিয়া যাইতে এখন আর আমার প্রবৃত্তি হইল না। পাড়ায় কি করিয়া মুখ দেখাইব?

হয়ত আমার সেই প্রতিবাসী এতক্ষণ পাড়াময় আমার কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

অন্যমনস্কে অনেকক্ষণ ঘুরিতে ঘুরিতে দেখি—আমি গঙ্গাতীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তখন গঙ্গাদর্শন করিতে করিতে আমি বরাবর দক্ষিণমুখে চলিলাম। কিন্তু সেই সর্ব্বপাপনাশিনী গঙ্গাদর্শনেও আমার মনের পাপ দূর হইল না। তবে কি এতদিন পরে আমি আমার হৃদয়ের বল হারাইলাম? সেই চিন্তাতেই আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তখন সেই নির্জ্জন গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যোড়করে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম—"হে পতিতপাবনি গঙ্গে! এ পতিতের উদ্ধার কর মা।"

আমি হিন্দুসন্তান। রোদন ও অনুতাপ কখনও অভ্যাস করি নাই, কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণ ভরিয়া জগজ্জননীকে ডাকিয়া দেখিলাম যে, তাহাতে আমার হৃদয় সুস্থির হইয়াছে। আমার প্রতি আমার প্রতিবাসীগণের যে একটু শ্রদ্ধা ছিল, তাহা হয়ত এই ঘটনায় হ্রাস পাইবে, কিন্তু আমিত কোন দোষে দোষী নই,—বরং সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। সে যাহা হউক, আমি এইবার কৃতজ্ঞহৃদয়ে মাতৃচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গৃহের দিকে ফিরিলাম।

সম্মুখেই ইডেন গার্ডেন। একে গ্রীষ্মকাল, তাহাতে অপরাহ্ণ; আমি এই উদ্যানে বেড়াইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তখন ধীরে ধীরে উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম —নানা জাতীয় ফুল বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরের এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় গলিয়া গেল। তাঁহার সৃষ্টিকৌশলের কথা ভাবিতে গিয়া, তাঁহার সৃষ্টির

উদ্দেশ্যের কথা আমার মনে জাগিয়া উঠিল। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী এবং সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান জীব মনুষ্য পর্য্যন্ত আমার চিন্তার বিষয় হইল। আচ্ছা, আমিওত একজন মনুষ্য! কি উদ্দেশ্যে আমায় তিনি সৃজন করিয়াছেন—এই চিন্তাই তখন আমার প্রবল হইয়া উঠিল। প্রাণের ভিতর প্রশ্ন হইতেছিল—কেন আসিলাম? কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে আসিয়াছি?

অতি ক্ষুদ্র—অতি তুচ্ছ আমি—আমার দ্বারা আবার সেই সর্ব্বশক্তিমান অনাদি অনন্ত পুরুষের কি উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে? এই সময় কে যেন আমার কানে কানে বলিয়া দিল—এ পৃথিবী পরীক্ষার স্থল। এই জরাজীর্ণ রোগশোক-পরিতাপপরিপূর্ণ পৃথিবী—এই হিংসাদ্বেষপ্রতারণাপ্রবঞ্চণা-ময় সমাজ—এই লোভক্ষোভপ্রলোভনময় সংসার সকলই আমাদের পরীক্ষাস্থল! যিনি সেই পরীক্ষায় সম্পূর্ণ জয়ী হইতে পারেন তিনিই মোক্ষ লাভ করেন—তিনিই সেই অনাদি অনন্ত পরম পুরুষে লীন হইয়া যায়। তাহার পর, কর্ম্মফল অনুযায়ী স্বর্গ এবং নরকও আছে। নরকের কথা মনে উদয় হইবা মাত্র আমার প্রাণ বড় আকুল হইয়া উঠিল। তখন পরীক্ষায় জয়ী হইবার জন্য আমি সেই অনাদি অনন্ত পরম পুরুষের শরণাগত হইলাম। সকাতরে চক্ষু মুদিয়া ডাকিলাম—"কোথায় প্রভু সর্ব্বশক্তিমান, আমি অতি দুর্ব্বল—অতি পাপী, আমার হৃদয়ে বল দাও। কোথায় প্রভু দীনবন্ধু, আমি অতি দীন, অতি হীন—আমার হৃদয়ে বল দাও।" ডাকিতে ডাকিতে দেখি—আমার সেই অন্ধকারময় হৃদয় এক

অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে আলোকিত হইয়াছে! ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিলাম—কিন্তু সম্মুখে কি দেখিলাম? আবার কি দেখিব—দেখিলাম—আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই রাক্ষসী—সেই আমাদের ঝি!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আবার আমাদের ঝি! তখনও সন্ধ্যা হইবার কিছু বিলম্ব ছিল। সুতরাং আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম—সম্মুখে অন্য কেহ নহে,সেই আমাদের ঝি! ক্রোধে ও ঘৃণায় আমি উৎত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে উত্তেজনার বেগ সংবরণ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করাই তখন যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম। পর মুহূর্ত্তেই আমি পলায়নের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় সেই মায়াবিনী রাক্ষসী আবার আমার চরণে লুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াগেল, সুতরাং আমার সে গতি রোধ হইল। ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে ছিল। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে সময় আমার মুখে কোন কথা আসিল না; কিন্তু সেই মায়াবিনী আরম্ভ করিল—"আমি আজ তোমায় হাতে পেয়ে,ছেড়ে দিয়ে ভাল করি নাই। আমি তোমায় ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে পার্‌বো না। তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌বো। আমায় চরণে স্থান দাও, নচেৎ আমি আত্মঘাতী হবো।"

এবার ক্রোধভরে আমি উত্তর করিলাম—"তোর মরাই

ভাল। তোর হাত থেকে বঁটি কেড়ে নিয়ে, আমি ভাল করি নাই।"

মায়াবিনী উত্তর করিল—"আমি তোমার এই চরণ স্পর্শ করে শপথ করছি—আমি মরবো। তুমি যখন আমার সম্মুখে এ কথা বল্‌ছো, তখন নিশ্চয়ই মরবো। কিন্তু এক দিনের জন্য তুমি আমার হও, তার পর তোমার পায়ে মাথা রেখে, হাস্‌তে হাস্‌তে তোমার সম্মুখে মর্‌বো।"

এইবার আমার মুখ হইতে বাহির হইল—"আমার পা ছেড়ে দাও। তোমার পাপস্পর্শে আর আমায় কলঙ্কিত করো না। তুমি তোমার এ পাপ সঙ্কল্প ত্যাগ কর। আমি অহঙ্কার করে বল্‌ছি—তোমার এ পাপ চেষ্টা কখনও সফল হবে না। কেন বৃথা চেষ্টা করে, নিজে কষ্ট পাচ্ছ, আর আমাকেও কষ্ট দিচ্ছ? আমি কি এতই নীচ যে তোমার এই জঘন্য প্রস্তাবে রাজী হবো? অসম্ভব—অসম্ভব—অসম্ভব!"

সেই রাক্ষসী তৎক্ষণাৎ গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিল—"তোমার প্রতি আমার ভালবাসা যদি যথার্থ হয়, তবে এই অসম্ভবকেও আমি সম্ভব কর্‌বো। আমি যতদিন বাঁচ্‌বো, প্রাণপণে সেই চেষ্টাই কর্‌বো।"

পুনরায় ক্রোধে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম—"তুই অনন্তকাল চেষ্টা কর্‌লেও নিষ্ফল হবি।"

পদতলে দলিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় সেই মায়াবিনী এইবার এক ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—"তবে আমার শেষ

কথা শোন। আজ থেকে—আমি আর তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নই। আজ থেকে—আমায় তুমি তোমার শত্রু বলে জেনো। আজ থেকে তোমার যাতে অনিষ্ট হয়, আমি কেবল সেই চেষ্টায়ই ফির্‌বো। আজ থেকে—তোমার অমঙ্গল আমার মঙ্গল—তোমার বিপদ আমার সম্পদ—তোমার বিষাদ আমার আহ্লাদ—তোমার মরণ আমার জীবন!”

কিন্তু তাহার এইরূপ ভীতিসূচক কথায় আমার মন কিছু মাত্র বিচলিত হইল না। আজ হৃদয়ের পূর্ণ বলে আমি বলীয়ান, সুতরাং তাহার এই সকল কথায় আজ আমি কণামাত্র ভীত নই। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম—“তুই দূর হ পাপিষ্ঠা।”

আমার কথায় সেই মূর্ত্তি ক্রমে আরো ভীষণতর হইল! তখন সে দাঁতে দাঁতে কড়মড় শব্দ করিতে করিতে বলিল—“আচ্ছা, দূর হলুম—কিন্তু একদিন তুমি এর প্রতিশোধ পাবে। এক দিন তোমায় আমার পায়ে ধরে কাঁদতে হবে। তোমায় নিশ্চয় কাঁদাবো,নিশ্চয় কাঁদাবো,তবে আমার এ প্রাণের জ্বালা যাবে!”

এই কথা বলিতে বলিতে সে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনের সহিত সম্মুখে হঠাৎ যেন একটা বজ্রাঘাত হইল! সে মূর্ত্তি কি ভীষণ! আমি তাহার সরলা মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহার চঞ্চলা মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহার মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহার বিষাদিনী মূর্ত্তিও দেখিয়াছি। কিন্তু এ মূর্ত্তির সহিত সে সকল মূর্ত্তির তুলনাই হইতে পারে না। এ মূর্ত্তি যেন জ্বলন্ত প্রতি-হিংসা মূর্ত্তি! রাক্ষসী যেন মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা!

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল। তখন আর এখানে থাকা

আমি উচিৎ বোধ করিলাম না। আমি দ্রুতপদে গৃহে চলিলাম। হৃদয়ের বলে বলীয়ান্ হইয়া আমি কি তাহার প্রতি-হিংসার ভয় করি? মনে কোনরূপ উদ্বিগ্ন নাই, আমি প্রফুল্ল-চিত্তে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই দেখিলাম—আমার সেই সুরবালা। আচ্ছা, আমি বাহিরে গেলে সুরবালা কি আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে? যখনই আমি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করি, তখন প্রথমেই সুরবালাকে দেখিতে পাই কেন?

আমায় দেখিয়া সুরবালার আর আহ্লাদের সীমা নাই, সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিল—"তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

আমিও হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"তুমি বুঝি আমার জন্যে এতক্ষণ হাঁ করে বসেছিলে? আমার কোথাও যাবার অধিকার নাই কি?"

সুরবালা। আজ আফিস থেকে আস্‌তে এত দেরী কেন? বিকেল থেকে, তোমায় জন্যে আমার মন বড় কেমন কর্‌ছিলো।

আমি। আমি ত বিদেশ-টিদেশ যাই-নে যে, আমার জন্যে তোমার মন-কেমন কর্‌বে।

সুরবালা এবার হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"তাত জানি, কিন্তু এখন তোমায় দেখে আমার সে মন-কেমন ভাল হয়ে গেছে।"

সুরবালা আমায় দেখিয়াই আহ্লাদে আটখানা। সুতরাং আমি কোথায় গিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই সে আর আমায় জিজ্ঞাসা করিল না। আমিও আজ আর তাহার কোন উল্লেখই করিলাম না।

আমি বাড়ীর বাহিরে বড় আর যাই না। কেবল বাড়ী হইতে আফিসে যাই এবং আফিস হইতে বাড়ী আসি। এইরূপ কিছু দিন যায়, দুই তিন মাস পরে আমার আফিসের কার্য্যে বড় গোল বাধিতে লাগিল। আফিসের বড় বাবু গোবিন্দলাল ঘোষের সহিত আমার বনিবনাও হইতেছিল না। পূর্ব্বে আমি তাঁহার বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলাম, কিন্তু ইদানীং তিনি আমার সামান্য দোষ দেখিলেই চাপিয়া ধরিতেন, আবার বিনা দোষেও কথন কথন তিরস্কার করিতেন। আজ কাল চাক্‌রীর যেরূপ বাজার, তাহাতে বড় বাবুর সকল প্রকার অত্যাচারই আমি অম্লানবদনে সহ্য করিতে লাগিলাম। এইরূপ দুঃখকষ্টে তিন চারি মাস কাটিয়া গেল। তাহার পর হঠাৎ একদিন আমার ভয়ানক জ্বর হইল। এই জ্বরের দরুণ আমায় এক সপ্তাহ আফিস কামাই করিতে হয়। এক সপ্তাহ পরে আমি আফিসে গিয়া দেখি যে আমার নির্দ্দিষ্ট আসনে অন্য এক জন কাজ করিতেছেন। আমি আফিসে উপস্থিত হইলেই, আমার সহকারী একজন কর্ম্মচারী আমায় বড় বাবুর নিকট যাইতে বলিল। আমি ধীরে ধীরে বড় বাবুর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমায় দেখিয়াই বলিলেন—"তোমার আর আফিসে আস্‌বার দরকার নেই, তোমার স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত হয়েছে।"

আমি। কেন—আমার কি অপরাধ তা বলুন।

বড় বাবু। এত দিন আফিস কামাই করলে কেন?

আমি। আমার জ্বর হয়েছিলো। আফিসে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি, আর এই ডাক্তারের সার্টিফিকেটও সঙ্গে এনেছি।

বড় বাবু এবার রাগিয়া বলিলেন—"তোমার চিঠি আর

সার্টিফিকেট নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো? তোমার কাজ করে কে?"

আমি। শারিরীক সুখ-অসুখ সকলেরই আছে।

বড়বাবু। কাজের সময় যার অসুখ করে, তার কি চাক্‌রী থাকে?

আমি। আমায় এবার ক্ষমা করুন।

বড় বাবু। ক্ষমা টমা হবে না। তুমি অন্যত্রে চাক্‌রীর চেষ্টা করগে।

আমি আর কি বলিব? বিষণ্ণমনে সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। একবার বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন—"আমি তোমার জন্যে বড় দুঃখিত, বড় বাবু তোমার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট, তাঁকে সন্তুষ্ট না করলে তুমি কি রূপে চাক্‌রী করবে?"

কি করিলে বড় বাবু সন্তুষ্ট হন, তাহাত আমি জানি না। তবে এখন আমি কি করি? আমার বার বৎসরের চাক্‌রী এক কথায় জবাব হইয়া গেল! কি করিয়া পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া যাইব? আর বাড়ীতে গিয়াই বা কি বলিব? সুতরাং আমি আফিস-অঞ্চলে, রাস্তায় রাস্তায় কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পর ধীরে ধীরে বাড়ী চলিলাম। সোজা রাস্তায় না গিয়া আমি একটু ঘুরিয়া চিৎপুর রোড দিয়া বাড়ী চলিয়াছিলাম। ঠিক যখন মেছুয়াবাজারের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছি, সেই সময় একখানা চৌঘুড়ী আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। আমি গ্যাসের আলোকে দেখিতে পাইলাম, অন্য একজন যুবাপুরুষে সহিত সেই চৌঘুড়ীর উপর—আমাদের ঝি!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! হাঁ, আমি সেই উজ্জ্বল আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম,—চারি ঘোড়ার গাড়ীর উপর আমাদের ঝি! আর আজ আমি আমার পরিবারগণের একমাত্র জীবনোপায় হারাইয়া, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি! সেই লীলাময়ের লীলা কে বুঝিতে পারে? ঐ কুচরিত্রা স্ত্রীলোকের কি পুণ্যে এত সুখ হইল—তাহা আমার জানিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু কি পাপে আজ আমি চাক্‌রীটুকু হারাইলাম, তাহা আমায় কে বলিয়া দিবে? যাহা হউক, এই সময় হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। তখন দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিলাম। বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখি, আজ আমার আফিস হইতে আসিতে বিলম্ব হইবার জন্য সুরবালা একাবারে অধীরা হইয়া বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"আজ আফিস্ থেকে আস্‌তে এত বিলম্ব হলো যে?"

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমি যতক্ষণ আফিসে থাকি, ততক্ষণ কি তোমার কষ্ট হয় সুরবালা?"

সুরবালা আমার প্রশ্নের কিছুক্ষণ কোন উত্তর দিল না। আমি কিন্তু উত্তরের জন্য তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

দেখিতে দেখিতে সুরবালার মুখপদ্ম ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ হইল। ক্রোধে কি অভিমানে তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু সুরবালা এই সময় বলিল—"আমার কষ্ট হয় কি না, তা কি তুমি নিজের মনে বুঝ্‌তে পারো না?"

আমি। এইবার তোমার সে কষ্ট দূর কর্‌বো সুরবালা। কাল থেকে আর আমায় আফিস যেতে হবে না।

সুরবালা বিস্মিতনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি সে চাহনি দেখিয়াই বুঝিতে পরিলাম যে সুরবালা আমার কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। আমি তখন পুনরায় স্পষ্ট কথায় বলিলাম—"আজ আমার চাকরীতে জবাব হয়ে গেছে সুরবালা।"

সুরবালা তৎক্ষণাৎ শুষ্কমুখে বলিল—"কেন—অপরাধ?"

আমি। কয়দিন অসুখের পর আজ আফিসে গিয়ে দেখি যে, আমার জায়গায় একজন নূতন লোক বসে কাজ কর্‌ছে। আমি যেতেই বড়বাবু আমায় বল্লেন—তোমায় আর দরকার নেই। আমি অসুখের কথা বল্লুম। তার পর বড় সাহেবের কাছে পর্য্যন্ত গেলুম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বড়বাবু হতেই আমার চাকরীটুকু গেল, কিন্তু আমি বড়বাবুর কাছে কি যে অপরাধ করেছি, তাত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

কথা কয়েকটি শেষ হইতে না হইতে আমার চক্ষে জল আসিল। তখন সুরবালা আমায় সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"তার জন্য আর দুঃখ করে কি কর্‌বে?"

আমি। আমার বার বছরের চাকরী, এক কথায় গেল, আর আমি দুঃখ কর্‌বো না সুরবালা?

সুর। একবার চাক্‌রী গেলে আবার চাক্‌রী কি হয় না?

আমি। কবে হবে তার ঠিক্ কি? যতদিন কোন চাক্‌রী না হয়, ততদিন কি করে সংসার চল্‌বে—আমার সেই ভাব্‌না। আমি কাল কি খাবো, তাও সঞ্চয় করে রাখি নাই।

সুর। কেন—আমার গায়ে যে গহনা আছে, সেই গহনা বেচেওত আমাদের কিছুদিন সংসার চলে যেতে পারে।

আমি। তোমার গহনা বেচে আমায় খেতে হবে?

সুর। কেন তাতে আর দোষ কি? আবার তোমার যখন সময় ভাল হবে, তখন তুমি আমায় গহনা দেবে।

আমি। তোমার সব গহনা যেন বেচে খেলুম; কিন্তু সে সময়ের মধ্যেও যদি চাক্‌রির যোগাড় না হয়, তার পর কি উপায় হবে?

সুর। তার পর উপায় ভগবান। তুমি এত ভাব কেন? যিনি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গগুলিকেও প্রতিদিন খেতে দেন, তিনি কি আমাদের খেতে দেবেন না?

সুরবালার কথায় আমি অনেকটা সুস্থ হইলাম। কিন্তু আজিকার এ সংবাদে আমার মাতাঠাকুরাণী একবারে মর্ম্মাহত হইলেন। আমার নিকট সমস্ত শুনিয়া, বড় বাবুর উদ্দেশে তিনি নানারূপ গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে সেইরূপ গালি দিতে নিষেধ করিলাম, কিন্তু আমার সে নিষেধের কোন ফল হইল না। আমার মাতাঠাকুরাণী সেইদিন চক্ষের জলের সহিত তাঁহার সঞ্চিত অর্থ অতি গোপনে স্থানান্তরিত করিলেন। আমার চাক্‌রী না থাকায়, সাংসারিক অভাবের

পরন্ত যদি আমি তাঁহার সঞ্চিত অর্থের প্রার্থী হই, এই ভয়ে এখন হইতে তিনি সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন।

এ দিকে সুরবালা মনের সাধ মিটাইয়া এক এক খানি করিয়া আমায় তাহার অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিতে লাগিল; আর আমি নিরুপায় হইয়া ছয় মাসের মধ্যেই একে একে তাহার সমস্ত অলঙ্কার উদরসাৎ করিতে লাগিলাম।

তাহার পর উপায়? তখন সুরবালার সেদিনকার সেই কথা আমার মনে পড়িল। আমি সুরবালাকে বলিলাম—"সুরবালা, তুমি যে ব'লেছিলে তার পর উপায় ভগবান। তোমার ভগবান এখন কোথায়?"

সুরবালা বিস্মিতনেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া কহিল—"তুমি কি দুঃখে পড়ে, ভগবানে বিশ্বাস হারিয়েছ না কি?"

আমি উত্তর করিলাম—"ভগবানের অস্তিত্বে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তবে তিনি যে সকল সময়েই জীবের মঙ্গল করে থাকেন, এখন সে বিশ্বাস আমার ততদূর দৃঢ় নয়।"

সুরবালা ভীত হইয়া বলিল—"সে কি! আমি নিশ্চয় বল্‌ছি—তিনি এই যে আমাদের দুরবস্থার একশেষ করেছেন—এরও ভেতর তাঁর কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য আছে। তোমার কি এ কথা বিশ্বাস হয় না?"

আমি বলিলাম—"তুমি যখন এ কথা বল্‌ছো, সুরবালা, তখন কি আমি তোমার সে কথায় অবিশ্বাস করতে পারি?"

সুরবালা বলিল—"তুমি চাক্‌রীর চেষ্টা কর। এরূপ নিচেষ্ট হয়ে, বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। ভগবান কি স্বয়ং চাক্‌রী মাথায় করে এনে, তোমার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবেন?"

আমি। যখন যে আফিসে কোন চাকরী খালি আছে শুন্‌ছি, তখনই দরখাস্ত কর্‌ছি। আমি কি চেষ্টার কসুর কর্‌ছি? আর আমি কি করবো?

সুর। একবার তোমার আফিসের বড় বাবুর বাড়ীতে যাও, এখন তোমার প্রতি তাঁর দয়া হলেও হতে পারে।

আমি। আচ্ছা, যাবো। কিন্তু সেখানে কোন ফলই হবে না।

পরদিন অতি প্রত্যূষে আমি বড় বাবুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দেখি যে, তাঁহার সজ্জিত গাড়ী সদর দরজায় অপেক্ষা করিতেছে। তিনি নিশ্চয়ই এখনই বাহিরে আসিবেন—মনে করিয়া আমি তাঁহার গাড়ীর একপার্শ্বে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহাকে নির্জ্জনে দুইচারি কথা বলিতে পাইব আশায়, আমার মনে মনে একটু আনন্দও হইল। প্রায় দশমিনিট কাল এইরূপ দাঁড়াইয়া আছি; প্রথমেই তাঁহাকে কি কথা বলিব—মনে মনে এই সময় তাহা স্থির করিতেছিলাম। এমন সময় পায়ের শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, একজন বাড়ীর মধ্য হইতে আসিতেছেন। তাঁহাকেই বড় বাবু মনে করিয়া আমি আগ্রহের সহিত দরজার দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময় দেখি বড় বাবুর পরিবর্ত্তে একজন স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি সেই গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল! সে স্ত্রীলোক আবার আমার অপরিচিতা নহে। তাহাকে চিনিতে পারিয়া আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম! হঠাৎ যেন আমার মাথায় এক বজ্রাঘাত হইল! সে স্ত্রীলোক অন্য কেহ নহে—আমাদের ঝি!
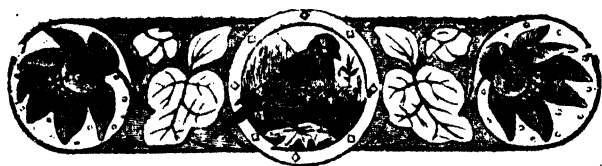
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! হাঁ, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি—সে অন্য কেহ নহে, আমাদের সেই ঝি! বহুমূল্য অলঙ্কারাদি ভূষিতা হইলেও আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। সে বড় বাবুর বাড়ী কেন আসিয়াছিল, হঠাৎ এই প্রশ্ন আমার মনোমধ্যে উদয় হইল। তবে কি এই পাপিয়সী সমস্ত রাত্রি এই বাড়ীতে যাপন করিয়া প্রত্যূষে নিজ গৃহে চলিয়াছে? বড় বাবুর চরিত্র সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আমার এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন আমার প্রতি বড় বাবুর অসন্তোষের কারণ এবং সেই অসন্তোষ হেতু আমার পীড়ার সময় আমার স্থলে অন্য লোক নিযুক্ত হওয়ার কারণও আমি সমস্তই বুঝিতে পরিলাম। এই সময় ইডেন উদ্যানের কথাও আমার মনে উদয় হইল। ক্রোধে ও ঘৃণায় আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। গৃহে আসিয়া সুরবালাকে সমস্ত বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া সুরবালা অনেকক্ষণ বিস্মিত হইয়া রহিল। তাহার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া

ধীরে ধীরে বলিল—"আমরা তার কোন অনিষ্ট চেষ্টা করি নাই, বরং যত দূর সাধ্য তার ভালর চেষ্টাই করেছি। সেই আমাদের এতদূর অনিষ্ট কর্‌ছে! একথা অন্য কার কাছে শুন্‌লেত আমার বিশ্বাসই হ'তো না। তুমি কিছু ভেবো না—ধর্ম্ম আমাদের সহায় হবেন।"

আমি সুরবালার কথায় আশ্বস্ত হইয়া ধর্ম্মকেই প্রাণের কথা জানাইলাম। তাহার পর অতি দুঃখে অতি কষ্টে আরো এক বৎসর কাটাইলাম ক্রমে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়া গেল যে, আর দিন চলে না। সকল দিন অর্দ্ধাশনও জুটিত না। শেষ—কোন দিন উপবাস, কোন দিন অর্দ্ধাশন—এইরূপ চলিতে লাগিল। এরূপ অবস্থাতেও সুরবালার সেই প্রফুল্লমুখ কখন বিষণ্ণ হইতে দেখিলাম না। ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা উপবাসক্ষীণা সুরবালা তত্রাচ সর্ব্বদাই হাস্যময়ী। পূর্ব্বে সে হাসি দেখিলে, আমি স্বর্গ হাতে পাইতাম, কিন্তু এখন সে হাসি আমায় অনেক দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া দিত—সুতরাং আমিও বিষাদ সাগরে ডুবিয়া যাইতাম। আমাকে বিষণ্ণ দেখিলে সুরবালা বড়ই অস্থির হইত, কিসে আমায় সুখী করিবে—কেবল সেই চেষ্টায় ফিরিত।

একদিন বৈকালে আমি একাকী বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছি,এমন সময় আমারই একজন সম্ভ্রান্ত প্রতিবাসী—আশু বাবু—আসিয়া আমায় বলিলেন—"একটি চাক্‌রী খালি আছে—আপনি কর্‌বেন?"

আশু বাবুর এই কথায় আমি যেন স্বর্গ হাতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সহিত বলিলাম—"কি চাক্‌রী মহাশয়?"

আশু বাবু বলিলেন—"রাজপুতানার এক রাণীর ইংরাজীতে

ভালরূপ চিঠিপত্র লিখ্‌তে পারে, এমন একজন বাবুর আবশ্যক। আমি জানি আপ্‌নার ইংরাজীতে ভালরূপ দখল আছে; আপ্‌নি এ কাজ বেশ পারবেন। রাজারাজড়ার চাক্‌রী কর্‌লে, আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতিরও বিশেষ আশা আছে; আপাতক একশত টাকা বেতন দিতেও প্রস্তুত।"

আমি আশাতীত বেতনের কথা শুনিয়া একবারে আনন্দে অধীর হইয়া আশু বাবুকে মিনতি করিয়া বলিলাম—"মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে, যদি এই চাক্‌রী আমায় যোগাড় করে দিতে পারেন, তবে আমার বিশেষ উপকার হয়। আপ্‌নাকে অধিক আর কি বল্‌বো—এ সময় কোনরূপ চাক্‌রী না হলে, আমি না খেতে পেয়ে, সপরিবারে মারা যাবো।"

শেষের কয়েকটি কথা বলিতে বলিতে আমার চক্ষে জল আসিল এবং আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। আশু বাবু এই সময় ঈষৎ হাসিয়া আমায় বলিলেন—সে জন্য আমায় কোন কথা বল্‌তে হবে না। আমি আপ্‌নার অবস্থার কথা সকলই জানি। আর তা জানি বলেই উপযাচক হয়ে, আপ্‌নাকে চাকরী দিতে এসেছি! আপ্‌নি আমার সঙ্গে একবার গেলেই এ চাক্‌রী হয়।"

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম—"আপনি যখন আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন; আমি তখনই যেতে প্রস্তুত আছি।"

আশু বাবু বলিলেন—"আমি এখনই সেখানে যাব, ইচ্ছে করলে আমারই সঙ্গে যেতে পারেন।"

আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ আশু বাবুর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। রাস্তায় আসিয়া আশু বাবু যখন

গাড়ী ভাড়া করিলেন; তখন আমি জানিতে পারিলাম যে আমাদিগকে বিডন ষ্ট্রীট যাইতে হইবে। অল্পক্ষণ পরেই আমরা বিডনষ্ট্রীটে আসিয়া পৌঁছিলাম। এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া আমাদের গাড়ী থামিল। আশু বাবু আর আমি গাড়ী হইতে নামিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সদর দরজায় তিন চারি জন দ্বাররক্ষক ছিল। তাহারা আশু বাবুকে দেখিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। আশু বাবু যে তাঁহাদের বিশেষ পরিচিত, আমি ইহাতেই বুঝিতে পারিলাম। আমাদিগকে কোনরূপ সংবাদ দিতে হইল না। আশু বাবু আমাকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতলের এক সুসজ্জিত গৃহে আনিয়া বসাইলেন, এবং আমার আগমন-সংবাদ দিতে অন্যত্রে গেলেন।

সেরূপ সুসজ্জিত গৃহ আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। গৃহটি একটি প্রকাণ্ড হল-ঘর। চারিদিকের দেয়ালে চারিখানি প্রকাণ্ড আয়না। তাহার মধ্যে মধ্যে সুন্দর বিলাতি ছবি সকল শোভা পাইতেছিল। প্রত্যেক জানালার উপরে গিল্টী করা ফ্রেম হইতে নেট ঝুলান। গৃহের মেজেতে এক বহুমূল্য সুন্দর কারপেট বিস্তৃত। তাহার উপর স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত নানা ফ্যাসানের নানা রকম চেয়ার, কৌচ প্রভৃতি যথাস্থানে স্থাপিত ছিল। দুইটি জানালার মধ্যস্থিত দেয়ালে চারুকার্য্যময় সুবর্ণরঞ্জিত ছোট ছোট টেবিলের উপর গৃহ শোভাকর নানা দেশী বিলাতী দ্রব্যাদি সুসজ্জিত ছিল। বাস্তবিক আমি জীবনে কখন এরূপ সুন্দর ও সুসজ্জিত গৃহ দেখি নাই। এই গৃহ দেখিয়া আমি গৃহকর্ত্রীর ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবিতেছিলাম। ইনি যে যথার্থ একজন রাণী—এ বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না। এখন যাহাতে এই

রাজসরকারে আমার একটি চাক্‌রী হয়,আমি তাহার জন্য অনেক দেবদেবীর মানসিক করিতে লাগিলাম। এমন সময় আশু বাবু পুনরায় সে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার সঙ্গে দুইজন ভৃত্য আসিয়াছে দেখিলাম। একজনের হস্তে বহুমূল্য সোণার আল্‌বোলা আর অন্য জনের হস্তে স্বর্ণপাত্রে পান ও ছোট এলাচ প্রভৃতি। আশু বাবু আসিয়াই আমায় বলিলেন—"আপনি বড় সৌভাগ্যবান্। আমি যা কখন আশা করি নাই, আপনার অদৃষ্টে আজ তাও ঘট্‌বে। স্বয়ং রাণীজী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করবেন। আপনার অভ্যর্থনার জন্য এই দুই জন ভৃত্যকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি পান তামাক খান। আর আধ ঘণ্টা পরে তিনি দরবার গৃহে আসবেন, তখন সংবাদ আসলে আমি আপনাকে সে গৃহে নিয়ে যাব।"

আমি পান তামাক খাইব কি—আশু বাবুর কথা শুনিয়াই স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। আশু বাবু আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"এ আমাদের এ দেশের রাণী নন। আপনি কি ইতিহাসে পড়েন নাই যে রাজপুত রমণীগণ ঘোড়ায় চড়ে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করে থাকেন। আর তিনি যখন নিজে রাজ্যশাসন করেন; তখন তাঁহার কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন না কেন?"

আমি বলিলাম—"আমি কখন সেরূপ দরবারে যাই নাই; সেই জন্য আমার বড় ভয় হচ্ছে।"

আশু বাবু বলিলেন—"কোন ভয় নাই। আমি আপনার সঙ্গেই থাক্‌বো। কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আবশ্যক হলে, আপনি আমায় জিজ্ঞেস্ করতে পারবেন।"

আশুবাবু আমায় পুনরায় পান তামাক খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সে আল্‌বোলায় তামাক খাইতে আমার সাহস হইল না। আমি বলিলাম—"আমি চাক্‌রীর জন্য এখানে এসেছি; এরূপ আলবোলায় কি আমার তামাক খাওয়া ভাল দেখায়? আর আমার পান তামাক খাবার কোন আবশ্যকই নাই।"

আশু বাবু বলিলেন—"এ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হলেই এরূপ সম্মান পেয়ে থাকেন। এখানে কি থেলো হুকা আছে? আপ্‌নি কোনরূপ কিন্তু হবেন না। এ ব্রাহ্মণেরই আল্‌বোলা, অন্য কোনও জাতে ইহাতে খায় না। আর পান দিয়া অভ্যর্থনা করা এঁদের দেশীয় প্রথা।"

তখন আমি ভয়ে ভয়ে সেই আলবোলায় তামাক খাইতে আরম্ভ করিলাম। দুই একটা পানও খাইলাম। এমন সময় দেখি আর দুই জন ভৃত্য নানারূপ সুগন্ধী দ্রব্য আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। বড় ঘরের এইরূপ রীতি মনে করিয়া এবং পাছে কোনরূপ অসভ্যতা প্রকাশ করা হয়,—এই ভয়ে আমি সে সকল সৌগন্ধী দ্রব্যের কিছু কিছু ব্যবহারও করিলাম। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তাহার পর অন্য একজন ভৃত্য আসিয়া আশু বাবুকে সংবাদ দিল—"রাণীজী দরবারে বসেছেন, এইবার আপনি সেই বাবুকে নিয়ে আসুন।"

আশু বাবু আমায় ইঙ্গিত করিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু এই সময় ভয়ে আমার প্রাণের ভিতর ধড়াস ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল। কি জানি কেন আমি ভিতরে একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাও অনুভব করিতে লাগিলাম। সেই সুবাসিত তামাক,

পান ও বহুমূল্য দেশী বিলাতী সৌগন্ধ দ্রব্যাদি আমার প্রাণে কোনরূপ স্ফূর্ত্তি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় নাই। উদরের জ্বালায় তখন আমি অস্থির এবং যেরূপ সমাদরে আজীবন অনভ্যস্থ—সেই সমাদর উপভোগই বর্ত্তমান আন্তরিক বিষণ্ণতার কারণ মনে করিয়া আমি ধীরে ধীরে বিষণ্ণমনে আশুবাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। দুই তিনটা গৃহ পার হইয়া আশু বাবু আমায় একটি গৃহের দরজার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। একখানি বহুমূল্য পরদায় সেই দরজার দশ আনা অংশ আবৃত। আশু বাবু সেই পরদা টানিয়া আমায় সেই গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন। নানাবিধ সৌগন্ধে যে সেই গৃহ আমোদিত, তাহা আমি সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সেই সময় সেই গৃহের সৌগন্ধ বা সৌন্দর্য্যের প্রতি আমার কোন লক্ষ্য ছিল না। আমার লক্ষ্য রাণীজীর প্রতি। দেখিলাম সম্মুখে এক খানি রত্নাদিখচিত বহুমূল্য আসনে হীরকাদি বহুমূল্য অলঙ্কারভূষিতা রাণীজী উপবিষ্টা! আমাদিগকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি রাণীজী সেই আসন হইতে উঠিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখি—হরি! হরি! একি!! এত রাণীজী নয়,—এ যে আমাদের সেই ঝি!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আমাদের সেই ঝি! আমি তৎক্ষণাৎ সেইখানে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলাম। যখন আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন দেখি—আমি এক দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছি, আর সেই মায়াবিনী পিশাচী এবং আশু বাবু তখনও আমার শুশ্রূষা করিতেছে। আমি কোথায়—কিরূপে এখানে আসিলাম—একে একে সমস্ত কথাই আমার মনে পড়িয়া গেল। একবারে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় আমি অস্থির ভয়ে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরায় আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। সেই পিশাচিনী ও আশু বাবু আমায় ধরিয়া ফেলিল। আমি তখন নিকটের একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। নীরবে অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলাম। সেই মায়াবিনী এইবার আরম্ভ করিল—"তুমি আমায় চিনেছ—আমার ছলকৌশল সমস্ত বুঝেছ? আজ আমার মতন ভাগ্যবতী আর কে আছে? আজ তুমি আমার আলবোলায়, আমার স্বহস্তে তৈয়ারী-করা তামাক খেয়েছ, আমার হাতের পান খেয়েছ—আমার শয্যায় শয়ন করেছ—আমি আজ ধন্যা হয়েছি।"

তখনও আমি প্রকৃতিস্থ হইতে পারি নাই ; সুতরাং তাহার এই সকল কথার আর কি উত্তর দিব ? আমি নীরবে রহিলাম, কিন্তু সেই রাক্ষসী পুনরায় আরম্ভ করিল—"কিন্তু আমি তোমার কাছে বড় গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয়েছি। আমার দুর্বুদ্ধির দরুণ তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমি নিজে কষ্ট পেয়ে, রাগে, ক্ষোভে, মনোবেদনায় তোমায়ও কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু তোমায় যত কষ্ট দিয়েছি, আমার কষ্টও তত বেড়ে গেছে। তোমায় কষ্ট দিয়ে, আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য সুখী হতে পারি নাই। তুমি আমার হও। আমি তোমা সকল কষ্ট দূর কর্‌বো।

আমি তাহার এই সকল কথার কোন উত্তর না দিয়া, আমার বর্ত্তমান প্রলোভনে ফেলিবার মূল—সেই আশু বাবুর প্রতি—এক বার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিলাম। আশুবাবু আমার কটাক্ষের অর্থ বুঝিতে পারিলেন কি না—জানি না, কিন্তু তিনি এইবার আরম্ভ করিলেন—"আপনার মতন সৌভাগ্যবান আর কে আছে ? বড় বড় রাজা মহারাজ, প্রভৃতি যাহার জন্য লালায়িত; আজ এই কলিকাতা সহরের সমস্ত বড় লোক যাহার পদানত ; যাহাকে সন্তুষ্ট কর্‌বার জন্য শত সহস্র ধনী যুবক যথাসর্ব্বস্ব দানেও প্রস্তুত ; সেই দেবদুর্ল্লভ আসমান তারা বাইজী আজ আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী! আপনার ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর এ পৃথিবীতে কে আছে ?"

আশু বাবু এইরূপ বলিয়াই নীরব। সেই মায়াবিনী বীণানিন্দিত স্বরে পুনরায় আরম্ভ করিল—"তুমি কি চাও বল ? তুমি যা চাইব, আমি তোমায় তাই দেবো। তুমি

একদিন দুঃখ করে বলেছিলে—এ সংসারে তোমার ধন, মান, যশ, খ্যাতি,প্রতিপত্তি কিছুই নাই। আমার সে কথা আজও স্মরণ আছে। আজ আমি তোমায় সে সমস্তই দিব। তুমি আমায় রাণী মনে করে আজ আমার কাছে এসেছ; কিন্তু আমি রাণী নই, আমি তোমারই দাসী। আগে তোমায় রাজা কর্‌বো, তার পর আমি রাণী হবো। তুমি আমার এই সাধ মেটাও। শুনেছি—তুমি বড় কষ্ট পাচ্ছ, আমিই তোমার সে কষ্টের মূল। এইবার আমি আমার সে পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করবো। তোমায় ক্রোরপতি করে আমি তোমার দাসী হবো।”

এই সময় আমি কথা কহিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কথা আর আমার মুখ হইতে বাহির হইল না। এখন আমার কণ্ঠতালু সমস্তই শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। আমার জীহ্বাও অসাড়; সুতরাং আমি কথা কহিব কিরূপে? সে স্থান হইতে পলায়ন করিবারও তখন আমার ক্ষমতা ছিল না। আর ক্ষমতা থাকিলেও, আমার সে সাহসও ছিল না। আমি কোনরূপ অপ্রীতিকর কথা বলিলে, সে পিশাচিনী এবার আমায় নিশ্চয়ই হত্যা করিয়া ফেলিবে—এ ভয়ও তখন আমার মনে উদয় হইয়াছিল। আমি কৌশলে এখান হইতে পলায়ন করিব, মনে মনে ইহাই স্থির করিলাম। সেই মায়াবিনী পুনরায় বলিল—“তুমি কি চাও বল। যা কিছু আস্‌বাব্ দেখতে পাচ্ছ—এ সকল তোমারই। আমার অনুগ্রহপ্রার্থী রাজা, মহারাজ সকলই এখন হতে তোমায় সন্তুষ্ট কর্‌বার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাক্‌বে। আমার আয়রণচেষ্টের

এই চাবি লও, তোমার যত টাকা ইচ্ছা, তুমি নিতে পার।"

এই কথা বলিতে বলিতে সেই মূর্ত্তিমতী প্রলোভন আমার হস্তে একতাড়া চাবি দিল। আমি মনে মনে একটা সঙ্কল্প করিলাম। সেই চাবির তাড়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—"আমি তোমার চাবি নিয়ে কি করবো? আমি তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই, তত্রাচ তুমি আমার অনিষ্ট চেষ্টা যতদূর করতে হয় করেছ। আমি তোমার কাছে আর কিছু প্রত্যাশা করি না; কেবল আমার যে চাকরী তোমা হতে গেছে, সেই চাকরীটুকু পুনরায় পেলেই আমি সন্তুষ্ট হই।"

তখন সেই আস্‌মানতারা বাইজী ওরফে আমাদের ঝি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—"সে ত অতি জঘন্য চাকরী। আমি সে চাকরী তোমায় করতে দেবো কেন? আর চাকরীই বা তোমায় করতে হবে কেন? অর্থের জন্য যদি চাকরী করবার ইচ্ছা হয়, তবে তোমায় কোন চাকরী আর করতে হবে না। তবে যদি মানের বা যশের জন্যে চাকরী করার ইচ্ছা হয়, তবে ইংরাজের রাজত্বের মধ্যে কি চাকরী তুমি চাও, আমায় বল—তুমি এক রকম সক্ষম হলেই, আমি সেই চাকরী তোমায় দেবো।"

আমি বলিলাম—"আমার শরীর আজ ভাল নাই, আর এ কথা একটু বিবেচনা না করেও বলা যায় না। আমি দুই এক দিনের মধ্যে সে বিষয় স্থির করে বলবো। আমার বড় অসুখ করেছে—এখন আমি বাড়ী যাই।"

আস্‌মান তারা। তোমার অসুখ শুনে, আমি কি করে তোমায় ছেড়ে দিতে পারি? আর এওত তোমার বাড়ী। তোমার যদি অসুখ করে থাকে, আমি কোন্ ডাক্তারকে সংবাদ দেবো বল?

আমি। ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না। আমার সে রকম অসুখ নয়। আমি উদরান্নের ভিখারী ছিলাম, হঠাৎ তোমার অনুগ্রহে আজ আমার অবস্থার সে পরিবর্ত্তন হওয়াতে আমার প্রাণের ভিতর কেমন করছে। এ আমার সুখের অসুখ। এ অসুখ কিন্তু এখানে থাক্‌লে, ভাল হবে না। প্রথম প্রথম এখানে এলেই আমার এ অসুখ হবে তারপর ক্রমে সয়ে যাবে। আজ আমি যাই, কাল আসবো।

আস্‌মান। কিন্তু তোমায় ছেড়ে দিতে আমার কেমন ইচ্ছে হচ্ছে না। আর কাল তুমি আবার আস্‌বে, সে বিশ্বাসও আমার মনে স্থান পাচ্ছে না।

আমি। আমার এখন যা অবস্থা, তাতে তোমার অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নাই।

এই কথা বলিয়া আমি একবার আশু বাবুর প্রতি চাহিলাম; তখন আশু বাবু বলিলেন—"সে বিষয়ে আপ্‌নার কোন ভয় নাই। আমি আপ্‌নাকে বল্‌ছি, আমি আজ যেমন সঙ্গে করে এনেছি, কালও তেম্‌নি সঙ্গে করে আন্‌বো। আর আমাকেই বা সঙ্গে করে আন্‌তে হবে কেন? অমৃতে আর কার অরুচি বলুন?"

তখন আস্‌মানতারা অনেকক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিয়া বলিল—"আচ্ছা আজ তবে যাও। কিন্তু তুমি যে পর্য্যন্ত না

আস্‌ছো, সে পর্য্যন্ত আমি যে কি কষ্টে থাক্‌বো, তা আর তোমায় কি বল্‌বো ?”

আমি তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া পুনরায় আসমান তারা বলিল—“এখনই যাবে ? আচ্ছা—একটু অপেক্ষা কর। আমি গাড়ী প্রস্তুত করতে বলি।”

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—“এখন আর গাড়ীর আবশ্যক নাই ; সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেড়াতে গেলে, আমার সে অসুখ সেরে যাবে।”

আমি আর তিলার্দ্ধ দেরী করিলাম না। আশুবাবু আমার সঙ্গে আসিলেন না ; আমি পশ্চাতে না ফিরিয়া একবারে রাস্তায় আসিয়া নিশ্বাস ফেলিলাম। তাহার পরই দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। দৌড়িবার কোন আবশ্যক ছিল না, তত্রাচ আমি দৌড়িলাম। আজ আমার দেহ ও মন সকলই অপবিত্র হইয়া গিয়াছে ; সে কারণ আমার মন বড়ই অস্থির। মন অস্থির বলিয়াই আমি আমার দেহ স্থির রাখিতে পারিলাম না। আর সুরবালার জন্যও তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছিল। আমার এ অপবিত্র দেহ ও মন পবিত্র করিবার অন্য উপায় আর কি আছে ? আমি বিষণ্ণ মনে বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। সুরবালা আমার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল, কারণ—যাইবার সময় আমি সুরবালাকে আশুবাবুর কথা সমস্তই বলিয়াছিলাম। আমার বিষণ্ণমুখ দেখিয়া সুরবালা আমায় আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। অল্পক্ষণ পরেই সুরবালা আমার বিষণ্ণ মনকে প্রসন্ন করিবার জন্য হাসিতে হাসিতে বলিল—“তার

জন্য আর মন খারাপ করা কেন? সে চাকরী হলেও আমি তোমায় করতে দিতাম না। হলেই বা রাণী—মেয়েমানুষের কাছে আবার চাকরী করা কি?"

আমি তখন একদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম—"তুমি যা ভাবছ, তা নয় সুরবালা—তা নয়। সে স্ত্রীলোক রাণী নয়।"

সুরবালা তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সহিত বলিল—"তবে সে স্ত্রীলোক কে?"

আমি বলিলাম—"আবার কে? সেই পিশাচিনী আমাদের ঝি।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! আমার কথায় সুরবালার সেই প্রফুল্ল মুখ তৎক্ষণাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি, সুরবালাকে আজি-কার সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আমার মুখে সমস্ত শুনিয়া সুরবালা বিস্মিত হইয়া বলিল—"সেই পাপীষ্ঠার এতদূর ক্ষমতা—এত ঐশ্বর্য্য কি করে হলো?"

আমি বলিলাম—"সুরবালা, এ কলিকালে পাপেরই জয় দেখছি।"

আমার কথায় পুনরায় একটু চিন্তা করিয়া সুরবালা বলিল—"প্রথম প্রথম এইরূপ হয় বটে; কিন্তু শেষে দেখো ধর্ম্মেরই জয় হবে। আমি তোমায় নিশ্চয়ই বলছি—আমি যদি যথার্থ সতী হই, তবে ঐ আসমানতারাকে একদিন না একদিন এক মুঠা চালের জন্যে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে।"

সতীর অভিশাপ কখনই মিথ্যা হইবে না, এই বিশ্বাস এখনও আমার আছে, সেই কারণ আমি সে কথার আর কোন প্রতিবাদ করিলাম না।

পরদিন বৈকালে পুনরায় আশুবাবু আমায় ডাকিতে আসি-লেন, কিন্তু তিনি আজ আর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশাধিকার

পাইলেন না। আমি পূর্ব্বেই সদরদরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। অনেক ডাকাডাকি করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। তাহার পর দিন প্রাতে আমি কোন কার্য্যে বাহির হইয়াছি, পথে আশু বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমায় দেখিতে পাইয়াই তাড়াতাড়ি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—"আমি আপনার কাছে বড় অপরাধী আছি। আপনার এরূপ নির্ম্মল চরিত্র তা পূর্ব্বে জানতাম না। তা জানলে আমি মিথ্যা কথা বলে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব কেন? আমি ভাল ভেবেই সে কাজ করেছিলুম। যা হক, আপনি আর এ কলকাতায় থাকবেন না। এখানে থাকলে নিশ্চয়ই আপনার প্রাণ যাবে। আমি কাল স্বকর্ণে শুনেছি—আস্‌মান তারা তার পালোয়ানদের বলেছে,—যে আপনার মাথা এনে দিতে পারবে, তাকে সে দশহাজার টাকা বর্কসিস দেবে। আপনি আজই এখান থেকে চলে যান। আপনার টাকার দরকার হয়, আমি আপনাকে এখন হাওলাত দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি তার ক্ষমতা জানেন না। সে এখন যা মনে করবে, তাই করতে পারে। আমি কাল আপনাকে নিয়ে যেতে পারি-নি বলে, আমাকেই খুন করতে উদ্যত হয়ে ছিল। কোথায় যাচ্ছেন, কাকেও কোন কথা বলবেন না—আপনি সপরিবারে শীগগির পালান।"

আমিত আশু বাবুর কথা শুনিয়া অবাক্! সে স্থানে কোন কথা না বলিয়া আমি তাঁহাকে আমাদের বাড়ী আসিতে অনুরোধ করিলাম। আমাদের বাড়ীতে বসিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া আমি সপরিবারে স্থানান্তরে যাওয়াই স্থির করিলাম। সেই দিন রাত্রেই আমি একবারে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলাম।

লক্ষ্ণৌএ আমার একজন আত্মীয় ছিলেন। তিনি আমার-স্বরবালারই জ্যেষ্ঠতাত—নাম রোহিনী কান্ত। রোহিনী বাবু সেখানকার ডিষ্ট্রীক্ট-ইন্‌জিনিয়ার। বিশেষ আদরের সহিত তিনি তাঁহার বাসায় আমাদের রাখিলেন। আমি তাঁহার নিকট চাক্‌রীর উমেদারীতে রহিলাম। দুই সপ্তাহ পরে, তিনি আমায় একদিন বলিলেন—"আপাতক কোন চাক্‌রীর সুবিধা দেখ্‌ছি না। তুমি কন্‌ট্রাক্টের কাজ কর্‌বে ?"

আমি উত্তর করিলাম—"আমি সে কাজ কখন করি নাই। কত টাকার কাজ—আর তাতে কত টাকা মূলধন লাগ্‌বে—তারও কোন যোগাড় নাই।"

রোহিনী বাবু বলিলেন—"আমার হাতে আপাতক প্রায় দুই-তিন লক্ষ টাকার কাজ আছে। তা তুমি এক কাজ কর, একজন কন্‌ট্রাক্টারের সঙ্গে প্রথমে না হয় ভাগে কর। দু মাস ছমাস কাজ করতে করতে শিখে যাবে।"

আমি তখন একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম—"আমি মূলধন পাবো কোথায় ? তা ছাড়া আর আমার আপত্তি কি আছে ? একজন মানুষে যতদূর পরিশ্রম করা সম্ভব, তা আমি করতে প্রস্তুত আছি।"

রোহিনী বাবুও একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তোমার মূলধনের কোন আবশ্যক হবে না। মূলধন নাই বলেই একজন অংশীদার নিতে বল্‌ছি। তা নইলে কাজকর্ম্ম কি প্রণালীতে করতে হয়, তা তোমায় আমি এক মাসের মধ্যেই শিখিয়ে দিতে পারি।"

আমি বলিলাম—"আমি আপ্‌নার আশ্রয়ে এসে পড়েছি,

আপনি যা ভাল বিবেচনা করবেন, তাই করুন। সে সম্বন্ধে আমার কোন মতামত জিজ্ঞাসা করবার আবশ্যক নাই।"

এই কথাবার্ত্তার এক সপ্তাহ পরেই, আমি এক জন অংশীদারের সহিত কনট্রাক্টারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। রোহিনীবাবু আমার সহায়, আর আমিও প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলাম। এই কারণ, প্রথম বৎসরেই আমাদের প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হইল। তাহার অর্দ্ধেক বিশ হাজার টাকা আমি লাভের অংশ পাইলাম; তখন তাহাই আমার মূলধন হইল। দ্বিতীয় বৎসরে আমার আর অংশীদার লইবার আবশ্যক হইল না। দ্বিতীয় বৎসরে লাভ হইল—প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এখন আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লক্ষ্ণৌয়ের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নগরেও এই অল্প দিনের মধ্যেই আমার মান, সম্ভ্রম ও খ্যাতি-পতিপত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সহরের প্রায় সমস্ত ভদ্রসমাজে এখন আমি বিশেষ পরিচিত। একজন সম্ভ্রান্ত লোকে অনায়াসে বাস করিতে পারেন, এরূপ নিজের একখানি বাড়ীও আমি এই সহরের মধ্যস্থলেই প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমার সুখের আর সীমা নাই। সুরবালা আমার সংসারকে স্বর্গ করিয়াছে। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, ক্ষুধিতকে আহার দান, অসমর্থ রোগীর চিকিৎসার্থে অর্থদান প্রভৃতি এই সকল কার্য্যে সুরবালার আর আনন্দের সীমা ছিল না। আমার জননীও সুরবালাকে ঐ সকল কার্য্য করিতে দেখিলে, পূর্ব্বের ন্যায় আর তিরস্কার করিতেন না। এইরূপে আরো দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

এক দিন আমি আমার কার্য্যালয় হইতে গৃহে ফিরিয়া

আসিতেছি, এমন সময় লক্ষৌয়ের চকের সন্নিকটে কলিকাতার প্রতিবাসী সেই আশু বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি গাড়ীতে ছিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলিলাম। আশু বাবু আমায় দেখিয়াই প্রথমে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু আমি কথা কহিবামাত্র আমায় চিনিতে পারিলেন। নিকটেই আমার বাড়ী—আমি তাঁহাকে বিশেষ যত্নের সহিত আমার বাড়ীতে আনিলাম। গাড়ীতে বসিয়াই তাঁহার এখানে আসিবার কারণ এবং আমার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় আলাপ আরম্ভ হইল। উভয়ে উভয়ের এক প্রকার পরিচয় পাইলাম।

সন্ধ্যার সময় জলযোগের পর তিনি আরম্ভ করিলেন—"আপ্‌নি সে সময় না চলে এলে, নিশ্চয়ই আপনার প্রাণ যেত।"

আমি তখন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"আপনার অনুগ্রহেই আমি প্রাণ পেয়েছি।"

আশু বাবু। সে আর আমার অনুগ্রহ কি? আপনি বড় ধাম্মিক লোক, যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনার উপর আছে, তখন আপ্‌নাকে কে মার্‌তে পারে? আপনার জন্যে যে গরীব বেচারীর প্রাণ গেল, তার জন্যে কিন্তু বড় দুঃখ হয়।

আমি তখন শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম—"আমার জন্য কার প্রাণ গেল মহাশয়?"

আশুবাবু বলিলেন—"কেন—আপ্‌নি সে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে এলে, সেই বাড়ীতে যে নূতন ভাড়াটে এসেছিল। সে যেন প্রাণটা দিতেই এসেছিল! বৈকালে এলো, আর রাত্রিতে কাটা গেল!"

আমি সবিস্ময়ে কহিলাম—"সে কি! আমিত সে সংবাদ কিছুই জানি না। আমায় সব খুলে বলুন না আশু বাবু।"

আশু বাবু তখন আরম্ভ করিলেন—"আমিত আপনাকে পূর্ব্বেই বলে ছিলুম—যে আপনার মাথা কেটে আন্‌তে পারবে, তাকেই আস্‌মান তারা দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে বলেছিল। সেই কথা শুনে, বীরসিং পালোয়ান এক দিন রাত্রে আপনার সেই বাড়ীতে গিয়ে আপনারই শয়ন ঘরে যে শুয়ে ছিল, তার মাথা কেটে নিয়ে আস্‌মানতারার কাছে এনে উপস্থিত কর্‌লে। কিন্তু সে মুণ্ড আপনার নয় দেখে বীরসিং আর কোন পুরস্কার পেলে না। সে তখন সেই মাথা আসমান তারার বাড়ীতে লুকিয়ে রেখে, রাগে চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। এদিকে আপনার সেই বাড়ীতে পুলিসের লোকে লোকারণ্য। আপনার সেই শোবার ঘরে কাটা ধড় পড়ে আছে, কিন্তু তার মাথা কোথাও পাওয়া গেল না। তখন সেই মাথার অনুসন্ধান চল্‌তে লাগলো, অনেক ডিটেকটিভ সেই মাথার অনুসন্ধানে বেরুলো। বীরসিং তখন গয়েন্দা হয়ে আসমান তারাকেই খুনের আসামী করে, তারই বাড়ী থেকে পুলিসকে দিয়ে সেই মাথা বার করায়। সহরময় একটা হুলস্থূল পড়ে গেল। আস্‌মান তারা এই মকর্দ্দমায় তার যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করে, তবে অব্যাহতি পেলে। কিন্তু সেই থেকেই তার নাম বেরুলো—মাথাকাটা আসমান তারা। পসার, প্রতিপত্তি, ধন, সম্পত্তি, মান, সম্ভ্রম, রূপ, যৌবন এই সঙ্গে সঙ্গে তার সবই গেল। এখন তার সন্ধানও কেউ জানে না। সে মকর্দ্দমার সময় আপনারও অনেক অনুসন্ধান হয়েছিল।

আর সে সময় সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে খুব আন্দোলন হয়। আপনি এর কিছুই জানেন না?"

আমি এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া আশুবাবুর এই সকল কথা শুনিতেছিলাম, এইবার উত্তর করিলাম—"আমি এর কিছুই জানি না। এখানে যখন প্রথম আসি, সে সময় আমার মন ভাল ছিল না বলে, আমি কোন সংবাদ পত্রও পড়তুম না, কাহার সঙ্গে আলাপও করতুম না। আচ্ছা, যে আসমান তারার এত ক্ষমতা, এত ঐশ্বর্য্য—একটা খুনের মকর্দ্দমায় তার যথাসর্ব্বস্ব গেল? সে সময় তার সেই বড় বড় রাজা, মহারাজ, আর উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা কোথায় রইলেন?"

আশু বাবু উত্তর করিলেন—"পূর্ব্বে তাঁরা সকলেইত বাইজীর জন্য লালায়িত ছিলেন, কিন্তু একলা বাইজী কয়জনকে সন্তুষ্ট রাখবে? এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে ভয়ানক রেষারেষি চলতো। সে সময় কেউ স্বপক্ষ হয়ে দাঁড়ালো, আর কেউ বা বিপক্ষ হলো। যদি খুনটা আসমানতারার বাড়ীতে হতো, তা হলে এ খুনের আর কোন তদারকই হতো না। খুন হলো এক জায়গায়, অনুসন্ধান করতে করতে সে খুন আসমান তারার ঘাড়ে গিয়ে পড়লো। এ কথা আগে যদি কেউ জানতো, তা হলে কি সে খুনের আর অনুসন্ধান হতো?"

আমি এই সময় বলিলাম—"আচ্ছা, আসমান তারা দণ্ডের হাত থেকে কি করে এড়ালে?"

আশু। সে কেবল আপনারই জন্য এড়িয়েছে। আপনাকে যদি পুলিস হাজির করতে পারিতো, তা হলে আসমান তারার কি আর রক্ষা ছিলো? খুনের একটা উদ্দেশ্য দেখানত

চাই। বীরসিংএর এজাহারে আসমান তারার খুন করবার যে উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ হলো, আপনি না হাজির হওয়ায়, সে কথা কিন্তু আর প্রমাণ হলো না। আজেই অব্যাহতি পেলে।

এই সময় আশু বাবুর প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলাম—"আপনিই তবে আমার জীবন রক্ষা করেছেন। আর কেবল জীবন রক্ষা নয়, আমার এই সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সকলেরই মূল আপনি। আপনারই জেদে-তেই আমি তখন পালিয়ে এখানে এসেছিলুম। তা না হলে আমি কলকেতা ছেড়ে কখনই আসতুম না।"

আশু। এখন কিন্তু কলকাতাতেই আপনাকে পুনরায় যেতে হবে। এরূপ বিদেশে পড়ে থাক্‌লে হবে না।

আমি। আমারত কলকেতায় নিজের বাড়ীঘর নাই। তখন ভাড়া দিয়ে থাক্‌তুম, এখন আর ভাড়া দিয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে না। তেমন আত্মীয় কেউ নাই যে, একটু কষ্ট করে বাড়ীঘর করে দেন।

আশু। আমি আপনাকে করে দেবো। আর আমাদের পাড়াতেই বোসেদের বাড়ী সম্প্রতি বিক্রি আছে। সে বাড়ী আপনি দেখেছেন। অত বড় বাড়ী দর হয় না, আপনি জলের দরে পাবেন।

আমি। কত টাকায় হতে পারে?

আশু। বিশ হাজার টাকায় করে দিতে পারি।

আমি। আপনি যাবার সময় সে বিশ হাজার টাকা নিয়ে যাবেন।

এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—"আহারাদি

প্রস্তুত।” তখন আশু বাবুকে সঙ্গে লইয়া আমি আহারাদি করিতে গেলাম। রাত্রে সুরবালাকে আসমান তারা-সংবাদ সমস্তই বলিলাম। সুরবালা সে সকল কথা শুনিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে, ক্রোধে ও কৃতজ্ঞতায় একবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। সে রাত্রে আমার আর নিদ্রা হইল না। একবার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্বপ্নে একটা স্ত্রীলোকের জ্বলন্ত প্রতিহিংসা মূর্ত্তি দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম! সে স্ত্রীলোক অন্য কেহ নহে—সেই আমাদের ঝি!

শেষ কথা।

আমাদের ঝি! স্বপ্নেও আমাদের ঝি! এই ঘটনার এক মাস পরে আমি সপরিবারে কলিকাতাতে আসিয়াছিলাম। আশু বাবুর চেষ্টায় এখন আমার একখানি সুন্দর বাড়ী হইয়াছে। অনেক অর্থ লইয়া আমি আসিয়াছিলাম, সুতরাং এখন আর আমার আত্মীয়বন্ধুর অভাব ছিল না। আমি যতদূর পারিতাম সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতাম। একদিন কলিকাতার যে সকল আত্মীয় বন্ধু ছিল, সকলকে নিমন্ত্রণ করিলাম। সুরবালাও তাহার অনেকগুলি গোলাপ, আতর, ল্যাভেণ্ডার মায় পমেটম্ প্রভৃতিকে পর্য্যন্তও নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সে দিন আনন্দ ও উৎসবে কাটিয়া গেল। পর দিন আহ্লাদে গদগদ হইয়া সুরবালা বলিল —“দেখ, আমার সকল কথা সত্য হয়েছেত? ধর্ম্ম-পথে থাকলে কি হয়—তুমিই তার প্রামাণ, আর অধর্ম্ম পথে থাক্‌লে যে কি হয়, সেই আস্‌মান তারাই তার প্রমাণ। তার যে অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনেছিলুম—এখন সে সকল কোথায় গেল?”

আমিও হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"সকল কথা সত্য হয়েছে বটে, কিন্তু একটি কথা এখনও সম্পূর্ণ সত্য হয় নাই। সুর-বালা, তুমি যে বড় অহঙ্কার করে বলেছিলে—আমি যদি সতী হই, তবে আসমান তারাকে একমুঠা চালের জন্য ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে—তোমার সে কথা কতক সত্য হয়েছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য হলো কই ?"

কি ভাবিয়া সুরবালার মুখখানি অমনি শুকাইয়া গেল। একটি প্রস্ফুটিত—গোলাপ ফুলকে কে যেন হঠাৎ অগ্নির উত্তাপে ধরিল। সুরবালার মুখ দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। আমি একটা রহস্য করিতে গিয়া এ কি করিলাম ? এই সময় সদর বাড়ীতে কাহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম—"জয় রাধে কৃষ্ণ—দুটি ভিক্ষা পাই মা।"

সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার প্রাণটা একবারে ছাঁৎ করিয়া উঠিল! আমি তাড়াতাড়ি জানালা দিয়া সদরবাড়ীর দিকে চাহিলাম। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে প্রথমে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম! তাহার পর সুরবালাকে ডাকিয়া বলিলাম—"এক মাগী ভিখারী দেখে যাও, সুরবালা।"

সুরবালা তাড়াতাড়ি আমার কাছে দৌড়িয়া আসিল কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিল, সে দৃশ্যে সুরবালার সেই বিষন্ন মুখ তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল হইল! সুরবালা তখন পুনরায় আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল—"কেমন—এখন আমার সকল কথাই সম্পূর্ণ সত্য হলোত ?" এমাগী অন্য কোন ভিখারিণী নয়, এ সেই পাপীষ্ঠা

আমাদের ঝি।